ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-345 ■ 25 September, 2025 ■ আগরতলা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৮ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

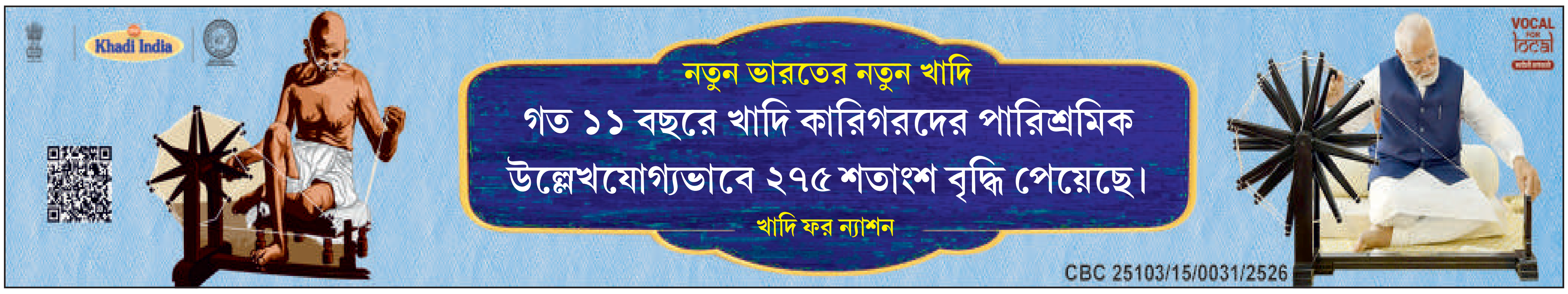

জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যসভায় চারটি আসনের জন্য নির্বাচন ২৪ অক্টোবর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ২৪শে অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যসভায় চারটি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। দীর্ঘ দশ বছর পর এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বাড়ছে আগ্রহ।

তথ্য অনুযায়ী, সদ্য গঠিত বিধানসভায় শাসক জোটের হাতে রয়েছে ৫২টি আসন। ফলে তারা সহজেই চারটির মধ্যে তিনটি আসন জয় করতে পারবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। তবে বাকি একটি আসনকে ঘিরে জমতে চলেছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কারণ, বিজেপি'র দখলে রয়েছে ২৮টি আসন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, জম্মু ও কাশ্মীরে শেষ রাজ্যসভা নির্বাচন হয়েছিল এক দশক আগে। গত বছরের বিধানসভা ভোটের পর এবারই প্রথমবার রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব বাছাই হবে। সাধারণত রাজ্যসভা নির্বাচন হয় প্রতি দুই বছর অন্তর, যেখানে সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ অবসর নেন ছয় বছরের মেয়াদ শেষে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচিত বিধানসভা না থাকায়, এবার নিয়মিত দুইটি আসনের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএসটি'র নয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতা সবাই খুশি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। জিএসটি''র নয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে শুরু করে সবাই খুশি। পণ্যসামগ্রীর দাম কমে যাওয়ায় মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। অর্থনীতির দিক দিয়ে আগামীতে সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে ভারত।

আজ আগরতলার ব্যস্ততম ও বৃহত্তম মহারাজগঞ্জ বাজার ঘুরে দেখে নয়া জিএসটি সম্পর্কে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি হার সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নতুন জিএসটি হার ঘোষণা করেছেন। যা ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। এই নয়া ব্যবস্থা কার্যকর প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে আজ ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারে এসেছি এবং প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করলেন সেবিষয়ে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হই। দেখা গেল পণ্যসামগ্রীর দাম কমে যাওয়ায় একটা খুশির মহল বিরাজ করছে। এজন্য মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আগে অনেক ধরনের ট্যাক্স ছিল। কারখানা থেকে বেরোলে ট্যাক্স, রোড ট্যাক্স, ভ্যাট, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলে ট্যাক্স দিতে হতো। আর সব ট্যাক্স মিলিয়ে জিএসটি শুরু করা হলে অনেক হইচই হয়। পাঁচটা স্ল্যাব থেকে এখন দুটো স্ল্যাবে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন কর ব্যবস্থার সংস্কার শুরু করেন তখন বিরোধীরা দেশের সর্বনাশ হবে, দেশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এক যুবকের কাছ থেকে ৮৩৮৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। সাথে বাইক, মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক ৪০ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক।

পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে বাঘন গজারবিল এলাকা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে তার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে কেরলের রেজিস্ট্রার করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতজুড়ে টানা বর্ষণের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতের আবহাওয়া অধিদফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উত্তর ওড়িশা ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি নিম্নচাপ সৃষ্ট হয়েছে, যার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দেশজুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওড়িশায় ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি হতে পারে, এবং ছত্তিশগড়ে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বরের দিকে উত্তর ও সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ গঠিত হতে পারে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। এর প্রভাবে বিদর্ভ, মধ্য মহারাষ্ট্র, কনকন ও গোয়া, মারাঠওয়াড়া, উপকূল অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার একাধিক অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২৫ সেপ্টেম্বর বিদর্ভে, ২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর মধ্য মহারাষ্ট্র, কনকন ও গোয়ায় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর মারাঠওয়াড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

গত ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশার কিছু অঞ্চলে চরম ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, পাশাপাশি ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর প্রকল্পগুলির পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে ঘোষিত অধিকাংশ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আড়ালে গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমন অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী জিএসটি পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৭ সালে বিজেপি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে পাশ করায় জিএসটি আইন, যা স্বাধীন ভারতে "এক দেশ এক কর" নামে প্রচার চালানো হলেও আসলে তা ছিল "গব্বর সিং ট্যাক্স"। এতে দেশের গরিব, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষের ক্ষতি হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি , এই কর চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রায় ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা জমা হয়েছে জনগণের রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে, অথচ সাম্প্রতিক ঘোষিত ছাড়ের পরিমাণ মাত্র ২.৫ লক্ষ কোটি টাকাযা গভীর ক্ষতের উপর সামান্য ব্যান্ডেজের সমান।

আর মাত্র ৪ দিন

প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দীপাবলি "গিফট" ঘোষণা করে জিএসটি পুনর্বিন্যাসের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে সাধারণ মানুষ বিশেষ উপকৃত হবেন না। বরং এই সংস্কারের আড়ালে অন্য উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে বলেই দাবি কংগ্রেসের।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ৩৩টি বিরল রোগের ওষুধ থেকে জিএসটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করলেও তার দাম কমবে এমন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এসব ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি হয়। আবার, সাধারণ চিকিৎসা সামগ্রীর উপর কর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হলেও বাজারে বর্তমানে যেসব ওষুধ রয়েছে তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতে খেলাধুলার জগতে বিপ্লব এসেছে ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। *প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে 'সেবা পাক্ষিক' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে শান্তিরবাজারে আয়োজিত হল নমো ম্যারাথন। এই ম্যারাথনে অংশ নেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।*

এদিন সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বিপ্লব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে সেবা পাক্ষিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে নেশা মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শান্তির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদবিরোধী অভিযানে পুলিশের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। করমছড়া উল্টাছড়া গ্রামে মদবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হল পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের টিম। এ ঘটনায় অন্তত দু'জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। অভিযানে ব্যবহৃত পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ওই গ্রামে মদবিরোধী অভিযান চালাতে গেলে টিমের উপর স্থানীয়রা অতর্কিত হামলা চালায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলবাড়ি কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস ও বিজেপির দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। দেশে কিংবা রাজ্যে রাজনৈতিক বাতাবরণ যাই হোক না কেন, কৈলাসহরে ব্যাতিক্রমী রাজনীতি অব্যাহত। আবারও কৈলাসহরে প্রকাশ্যে আরও এক গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস এবং বিজেপি মিলে দখল করেছে। বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা কংগ্রেস দলের প্রধানকে সমর্থন করে। ঘটনা কৈলাসহরের ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস এগারো আসন বিশিষ্ট ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত। সর্বশেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারো আসনের মধ্যে কংগ্রেস দল ছয়টি আসনে, সিপিআইএম দল তিনটি আসনে এবং বিজেপি দল দুটি আসনে জয়লাভ করেছিলো। পঞ্চায়েত ভোটের সময় কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল জোট করে লড়াই করেছিলো। এগারো আসনের মধ্যে ম্যাজিক ফিগার ছিলো ছয়টি অর্থাৎ যে দল ছয়টি আসনে জয়ী হবে সেই দলই পঞ্চায়েত গঠন করবে। যদিও ভোটে কংগ্রেস দল একাই ছয়টি আসনে জয়লাভ করলেও জোটের স্বার্থে কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত সদস্যা রুপসানা বেগম প্রধান এবং সিপিআইএম দলের পঞ্চায়েত সদস্য মোসাইদ আলী উপপ্রধান হয়ে বিগত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। শান্তির বাজার মহকুমার মনপথর গ্রামীন ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন এক বৃদ্ধ।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে শান্তির বাজার থেকে উদয়পুরগামী একটি মালবাহী বুলেরো ট্রাক মনপথর বাজার এলাকায় জাতীয় সড়কে প্রবল গতিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথার হামলায় আহতদের দেখতে জিবিতে গেলেন ডা. মানিক

মান্দাইয়ে বিজেপি অফিসে আগুনের ঘটনায় চক্রান্ত রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। হেজামারার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে আইন আইনের পথে চলবে। মান্দাইয়ে বিজেপি অফিস আগুনে পুড়ানোর ঘটনায় চক্রান্ত রয়েছে।

আজ জিবি হাসপাতালে হেজামারার ঘটনায় আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে এই কঠোর হুশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

হেজামারায় সাংবাদিকদের সড়ক অবরোধ

এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গত ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে হেজামারায় সেবা পাক্ষিক কর্মসূচি শুরুর পূর্বে, তিপ্রা মথা আশ্রিত একদল দুষ্কৃতি জনজাতি মোর্চার প্রদেশ সহ-সভাপতি মঙ্গল দেববর্মা সহ একাধিক কর্মীর ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। এতে গুরুতর আহত হন মঙ্গল দেববর্মা, এক সাংবাদিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৫ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
৮ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করিলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল জেলা শাসক কার্যালয়ে সভাকক্ষে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অর্পণা সিংহ রায়-এর (দত্ত) সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জিলা সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) আলোচনায় অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে আয়োজন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচার্য্য, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদা প্রমুখ। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ১০ অক্টোবর খোয়াই''র নতুন টাউন হলে জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা হবে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে জেলার ৪ জন প্রবীণ নাগরিককে সম্মাননা দেওয়া হবে। এরমধ্যে রয়েছে জেলা ৯০ ঊর্ধ প্রবীণ সম্মান, ৭০ উর্দ্ধ জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ কর্মজীবন সম্মান, ৬০ উর্দ্ধ জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সৃজন কলা সম্মান ও ৬০ উর্দ্ধ জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহসিকতা সম্মান। বিভিন্ন নথির সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি সহ আবেদনপত্র আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অফিস চলাকালিন সময়ে জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় দ্য মেন্টিনেন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার অব পেরেন্টস এন্ড সিনিয়র সিটিজেন এক্ট, ২০০৭ এন্ড রোলস দেয়ার অফার এর বিষয়ে আসন্ন দুর্গাপূজায় যে সব ক্লাব, সংগঠন ও বারোয়াড়ি পূজা কমিটি পূজা মন্ডপে প্রচার সজ্জার মাধ্যমে জন সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে, সেই সমস্ত ক্লাব, সংগঠন, বারোয়াড়ি পুজা কমিটির মধ্যে জেলাভিত্তিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। এতে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ২০ হাজার টাকা, স্মারক ও শংসাপত্র, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ১৫ হাজার টাকা, স্মারক ও শংসাপত্র তৃতীয় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা, স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি সহ সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম এর সদস্যগণ, সিডিপিওগণ প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়ায় লোক কল্যাণ মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধ, তেলিয়ামুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের আওতায় আজ তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় লোক কল্যাণ মেলা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা, হকার ও ফুড স্ট্রিট ভেন্ডারদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার পথ সুগম করাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ এবং পুর পরিষদের উপমুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রদীপ কুমার সরকার। মেলায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ফুড স্ট্রিট ভেন্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। এদিন মেলায় ঋণ আবেদন অনুমোদন, ডিজিটাল অনবোর্ডিং, ব্যাংক সংযোগ, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ, স্বাস্থ্য শিবির ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি নতুন বিষয়ে ভেন্ডারদের নাম নিবন্ধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তাদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সুফল তুলে ধরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এবার থেকে পুজোয় চাই নতুন ভাবনা

উনি হঠাৎ শুরু করলেন নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর কথা। ১০২ তলা ওই সু-উচ্চ অট্টালিকা দীর্ঘ দিন বিশ্বের উচ্চতম শিরোপায় ভূষিত থাকলেও এখন তার স্থান ৫৪তম। তবু আমার নির্মাণ-প্রযুক্তিবিদ বন্ধু শেষ বিকেলে তিন তলার বাইরের বারান্দায় বসে চা-পানের আলাপনে তার প্রসঙ্গ শুরু করলে অবাক হওয়ার কথা।

বন্ধু বললেন যে, শুধু উচ্চতার জন্য নয়, এই ১০২ তলা বাড়িটি আজ থেকে ৯৩ বছর আগে, ১৯৩০ সালে নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকা তৈরি হয়েছিল মাত্র ১ বছর ৪৫ দিনে।

আবার বলি, ১০২ তলা বাড়ি প্রায় একশো বছর আগে তৈরি হচ্ছে মাত্র ১ বছর ৪৫ দিনে। অট্টালিকাটি নির্মাণ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত মহানগর নিউ ইয়র্কের কেন্দ্র অঞ্চলে। এর চার ধারেই অনেক বড় বড় বাড়ি, ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যস্ততম কেন্দ্র, একেবারে মহানগরের প্রধান রাজপথের উপর সেই নির্মাণস্থল। সুতরাং রাজপথ বন্ধ করা যাবে না, চার পাশেই গুরুত্বপূর্ণ অফিস দোকান ইত্যাদির ফলে নির্মাণের মালপত্র রাখার স্থান নেই বললেই চলে। তবু সেখানেই অবিশ্বাস্য গতিতে নির্মিত হয়ে গেল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

বন্ধুর বাড়ির সামনে নাতিপ্রশস্ত একটি পথের ওপারেই রয়েছে ছোট একটি পার্ক, যেখানে এলাকার শিশু, কিশোর-কিশোরীরা খেলাধুলা করে, ক্যারাটে শেখে। আর পার্কের পরই রয়েছে একটি সুন্দর জলাশয়, স্থানীয় কথায় লেক। তিন তলার বাইরের বারান্দায় বসে সেই দৃশ্য আস্বাদন এখন মাস আড়াই বন্ধ। পাড়ার খুদেদের খেলা বন্ধ, অন্যান্যের সকাল বা সন্ধ্যার হাঁটাহাঁটি, একটু পার্কের বেঞ্চে বসা, জলাশয়ের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন সব বন্ধ। কারণ ওই পার্কে হবে শারদোতব, তৈরি হচ্ছে দারুণ থিমের মণ্ডপ, গড়া হচ্ছে প্রতিমা। আর এ জন্য সময় লাগবে প্রায় মাস আড়াই, ফলে বাঁশের ত্রিপলের এক উঁচু ধূসর প্রাকার বানিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে সেই পার্ক। অদৃশ্য হয়েছে জলাশয় অনেক বাতায়ন থেকেই। চার-পাঁচ দিনের পুজোর জন্য তিন মাসের শাস্তি। সে জন্যই মনে হল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর কথা। একশো বছর আগে ১০২ তলা বাড়ি হয়ে যায় ১ বছর ৪৫ দিনে আর একবিংশ শতাব্দীতে পুজোর প্যান্ডেল করতে তিন মাস! পুজোর সময় পরিবেশ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়, বিসর্জন নিয়েও। কিন্তু প্রাকপুজো সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় যে পরিবেশের বিসর্জন তাতে আমাদের খেয়াল নেই।

নাগরিকদের জীবনযাপনের এই সব কিছু অধিকার অহেতুক হরণ করার নতুন উতব খুঁটিপুজো। এক সময় মহালয়ার ক''দিন আগে দৈনিক পত্রিকায় বাটা কোম্পানির পৃষ্ঠা জুড়ে জুতার বিজ্ঞাপন ছাপা হলে প্রাকপুজো সিজন শুরু হত। এখন রথযাত্রার দিনে, ভরা বর্ষায়, শুরু হয়ে যাবে খুঁটিপুজো, মানে প্রাকপুজো সিজন শুরু হল। দেবদেবীদের বিশাল দলে যেমন স্রষ্টা ব্রহ্মা আছেন, তেমনই ধ্বংসের জন্য আছেন রুদ্র শিব। আমাদের খুঁটিদেব মাঠ ধ্বংসের দেবতা। বর্ষার নরম মাঠে তিনি তাঁর অভিযান শুরু করেন। পাড়ায় পাড়ায় তাঁর অভিযানের ছবি বেরোয় সব দৈনিক পত্রিকায়। এ বার আমাদের খেলার মাঠ, পাড়ার কোণের পার্ক, একটু স্বস্তির ফাঁকা জায়গা সব এখন দখল হয়ে যাবে পুজোর দাদাদের কল্যাণে। শুধু পাড়ার মাঠ কেন, অনেক ইস্কুলের মাঠে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়ে যাবে কিছু দিন পরেই। সুতরাং ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা বন্ধ, একটু ফাঁকা জায়গায় চলাচল বন্ধ থাকবে মাস দুয়েক। বিভিন্ন জায়গায় আটকে যাবে পথ, এ দিক ও দিক দুর্ভেদ্য ফ্লেক্সের বিজ্ঞাপনে আটকে যাবে হাওয়া আর আকাশের মুখ আর সেখানের বসবাসকারীদের দু''মাস ধরে সহ্য করতে হবে উতবের এই দূষণ। শহর থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ুন একটু আধা শহর আধা গ্রামে দেখবেন ভীষণ নির্মাণকার্য শুরু হয়ে গেছে ফুটবল খেলার মাঠে মাঠে। একটু হাওয়া খেলবার, সন্ধেয় একটু মাঠের পাশে বসবার, একেবারে কচিকাঁচাদের বিকেলে যা খুশি করবার সব কেড়ে নিয়ে গেছেন ওই খুঁটিবাবা। আনন্দবাজারের (১৫/৯) প্রতিবেদনে জানা গেল এ বার নাকি ইউনেস্কোর পুরস্কার পাওয়ার জন্য সব কিছু প্রস্তুত রাখতে হবে পুজো শুরুর দু''সপ্তাহ আগেই। সুতরাং আরও বেশি দিন মাঠ রাস্তা দখলের নৈতিক অনুমতি পাওয়া গেল।

ফিরে আসি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর কথায়। এত কম সময়ে এত বড় নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল কুশলী পরিকল্পনার জন্য। বাড়ি নির্মাণের বিভিন্ন জিনিস বানানো হচ্ছিল বিভিন্ন স্থানে, ইস্পাত আসছে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরে নদীপথে পেনসিলভেনিয়া থেকে, বা শ্বেত পাথর আসছে ইটালি থেকে। সেগুলিকে এ রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে আনা হচ্ছিল যে বন্দরে সেগুলি এলেই পাঠানো হচ্ছিল নির্মাণস্থলে, আর সেখানে আনা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ফলে সময় বাঁচছিল অনেক আর কোনও জিনিস জমিয়ে রাখার প্রয়োজন হচ্ছিল না। অনেক শ্রমিককে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়ে মাত্র দশ দিনে চোদ্দো তলার উপকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। যখন এই মহাযজ্ঞ চলছে তখন পাশের রাজপথে যানবাহন চলছে রোজকার মতোই। তা হলে শারদোতবের এই মহাযজ্ঞ করতে কেন এত দিন লাগবে?

না, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কেবল ঘটপুজো করে চার দিন ধরে পাড়ায় পাড়ায় গাছ লাগাতে বলছি না। বরং থিমপুজো খুব ভাল লাগে। সেই কুমোরটুলির "ট্র্যাডিশনাল" মূর্তি আর পাড়ার ডেকরেটরের প্যান্ডেলের পর এখন থিম এনেছে কত শিল্প ভাবনার প্রবাহ। আর্ট কলেজের শিল্পীরা পুরনো ট্র্যাডিশন ভেঙে উন্মুক্ত করেছেন বৈচিত্রের ফোয়ারা। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নেমে পড়েছেন শিল্পীর দল, এ ভাবেই থিমেরা ছড়িয়ে যাচ্ছে অসীমে, কিন্তু দাবি করছে অনেকটা ভূমি আর অনেকটা সময়। আগে মহালয়ার দিন বাঁশ পড়ত মাঠে, তার পর সাত দিনে, সপ্তমীর সকালে প্যান্ডেল তৈরি। এখন পাঁচ দিনের উতবের জন্য দু''মাস আমাদের ঢুকে পড়তে হয় গহ্বরে। আমাদের পরিবেশ চলে যায় থিমেদের হাতে। আমাদের আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সেই সাত দিনের পুজার আনন্দের পরিবেশ। এর জন্য নতুন চিন্তার আবাহন করতে হবে নির্মাণ পদ্ধতিতে।

কারখানা গড়তে বিশেষ পরিবেশ অনুমতি লাগে। তাতে বলা থাকে যে কারখানার এক-তৃতীয়াংশে বৃক্ষরোপণ করতে হবে, এ ছাড়া অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি লাগানোর কথা থাকেই। পুজোর ক্ষেত্রেও সে রকম নিয়ম বেঁধে দিতে হবে যে এক সপ্তাহের মধ্যে পুজোর মণ্ডপ ও অন্যান্য সাজসজ্জা শেষ করতে হবে এবং দশমীর তিন দিন পরেই সব নির্মাণ খুলে নিতে হবে। সম্পূর্ণ পথ বন্ধ করে কিছু করা যাবে না। থিমের পরিকল্পনা সে ভাবে করতে হবে। এ জন্য প্যান্ডেল সজ্জার অনেক কিছু বাইরে বানিয়ে তার পর পুজোর স্থানে এনে সংযোজিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে নতুন ধরনের নির্মাণ সামগ্রী, নতুন নির্মাণ পদ্ধতি ইত্যাদি। ঠিক যেমন আর্ট কলেজের প্রশিক্ষিত শিল্পীরা থিমে বিপ্লব এনেছেন, এ বার এই নির্মাণ কর্মে নতুন ভাবনা দিতে আসতে হবে রাজ্যের প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষক ছাত্রদের। কুমোরটুলির মতন গড়ে উঠবে মণ্ডপ বানানোর অনেক কর্মশালা। প্রায় তৈরি মণ্ডপ এনে শুধু পুজো প্রাঙ্গণে জোড়া লাগানো হবে। মুক্ত থাকবে খেলার মাঠ, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ, রাজপথ থেকে পাড়ার উপপথ। বলছি সাত দিনে, মনে হয় হয়তো আরও কম দিনেই সম্ভব। এ সবের বাইরেও একটি পরিবেশ আছে। মানব পরিবেশ। কলকাতা শহর ও শহরতলিতে এই থিম পুজোর অঙ্গসজ্জা, প্যান্ডেল গড়া ইত্যাদি অনেক কাজে বিশ ত্রিশ হাজার লোক দু'তিন মাস শহরে থাকেন। এঁরা কি ঠিক ভাবে থাকেন? এঁদের প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে কি? কিংবা স্নানের, রান্না করার? অনেক শিশু কাজ করে, তা কি আইনসম্মত? যাঁরা অনেক উঁচু জায়গায় কাজ করেন তাঁদের নিরাপত্তার কি কোনও ব্যবস্থা থাকে? তাঁদের কি বিমা করা হয়? এঁরা কি ন্যূনতম মজুরি পান? পুরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, পরিবেশ দফতর, শ্রম দফতর, সবাই মিলে পরিবেশ ও শ্রমিক স্বার্থের কিছু নিয়মকানুন এ বার পুজোর আয়োজনে যোগ করুন। পুজো শুরুর অনেক আগে থেকেই আমাদের পরিবেশ রক্ষায় নজর দিতে হবে। আমাদের শারদোতব এখন বিশ্বখ্যাত, আমাদের এই পুজো পরিকল্পনাও হোক বিশ্বখ্যাত এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মতো।

অধ্যাপক স্বামীনাথন শুধু সবুজ বিপ্লবের প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানীই নন, প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সাধক

নিত্যানন্দ ঘোষ

তিনি ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তী। ইংরেজিতে বলে লিভিং লেজেন্ড। খর্বকায়ও নন অথবা দীর্ঘাঙ্গীও নন, অথচ তাঁর সারাজীবনের কাজের সীমা ছিল গগনচুম্বী। সৃষ্টিজগতের অসাধারণ উচ্চতার মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন মাটির কাছাকাছি। ভারতবর্ষের সবুজ বিপ্লবের প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড় মনকম্বু সম্বশিভন স্বামীনাথন (সংক্ষেপে এম এস স্বামীনাথন)-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয় চেন্নাইয়ের বাসভবনে বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩) সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে। পৃথিবীখ্যাত এই জিন-বিজ্ঞানীকে (উদ্ভিদজিন বিশেষজ্ঞ) বলা হত 'দ্য ফাদার অব ইন্ডিয়া'স গ্রিন রেভোলিউশন বা "ভারতবর্ষের সবুজ বিপ্লবের জনক"। তাঁর অন্তরাত্মা মানবউন্নয়নে সাড়া দিত এবং সেই কল্পে তিনি নিজেকে উদ্ভিদজিন তত্ত্বে উৎসর্গ করতে তীব্র আবেগ অনুভব করতেন। ভারতবর্ষের সবুজ বিপ্লবের জনক অসাধারণ এই বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছিল। সেই বিরল অভিজ্ঞতা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নেব। তার আগে জেনে নেওয়া যাক আসমুদ্র হিমাচলে তাঁর বিপুল কাজের ব্যাপ্তির কথা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (৯৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়) তিনি মানবকল্যাণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে ভারতবর্ষে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা সেই সময় খাদ্যের দাবিতে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুললেন। নগর কলকাতায় ২৯ মার্চ ১৯৬৬ সালে কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে দু'লক্ষাধিক মানুষের যে সমাবেশ বামপন্থীরা সংগঠিত করেছিলেন তা বানচাল করতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার মিছিলে গুলি চালালে বহু মানুষ হতাহত হন। অধ্যাপক স্বামীনাথন ষাটের দশকের মধ্যভাগেই ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। তার আগে কাজ করেছেন কটকের সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (সিআরআরআই)। তিনি ১৯৬৪ সালে ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএআরআই)-এ মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী নরমান বোরলগ-এর সঙ্গে দেখা করে গমের খেত দেখালেন। স্বয়ংভর হল। দেশে তখন গমের উৎপাদন যা হত তা দেশের মানুষের খাদ্য জোগানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বহু মানুষকেই অভুক্ত হয়ে থাকতে হত। বিজ্ঞানী বোরলগের সঙ্গে অধ্যাপক স্বামীনাথনের সংযোগ অবশ্য বহু আগে থেকেই ছিল। তাঁর (ডি বোরলগের আবিষ্কৃত উচ্চ ফলনশীল খর্বকায় গমের এক ভ্যারাইটি মেক্সিকোতে তখন চাষ হচ্ছে। অধ্যাপক স্বামীনাথন ভারতবর্ষের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে পরীক্ষামূলকভাবে সেমি - ডোয়ার্ক ওই গমের ভ্যারাইটি পাঞ্জাব, দিল্লি, কানপুর, পন্থনগর ও ওয়েলিংটনে বুনে পর্যবেক্ষণ করার। উৎপাদকরা পরীক্ষায় দারুণভাবে সফল হলেন। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ৪,৬৯০ কেজি করে হচ্ছে উচ্চফলনশীল বীজ থেকে করে দেখালেন । অথচ স্থানীয় গমের ভ্যারাইটি থেকে উৎপাদন হত হেক্টর প্রতি৩,২৯১ কেজি।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কৃষিমন্ত্রী সি সুব্রহ্মমণিয়ম ১৯৬৫ সালে মেক্সিকোর ওই গমের বীজ ২৫০ টন আমদানির আদেশ (অর্ডার) দিলেন। স্মরণে থাকতে পারে যে ১৯৬৫-র আগে ৫০ কোটি ভারতীয় জনসংখ্যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করতে হত। ভারতবর্ষে তখন যা গম উৎপাদন হত সবুজ বিপ্লবের পরে মাত্র কয়েক দশকেই তা দশগুণ বৃদ্ধি পেল। ভারতবর্ষ তখন এমন এক দেশ যে দেশের মানুষ যেন বেঁচে ছিলেন আমদানিকৃত শস্যদানা সরাসরি 'জাহাজ থেকে মুখে' এই অবস্থায়। সেই সমস্যার সমাধান করলেন অধ্যাপক স্বামীনাথন। গম উৎপাদনে দেশ

তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার কুম্বকোনামে তাঁর জন্ম ৭ আগস্ট ১৯২৫ সালে। বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। জীবন হয়ত অন্য খাতে বয়ে যেত কিন্তু ১৯৪৩-র মন্বন্তর (বাংলার মন্বন্তর) তাঁর জীবনকে কৃষি বিজ্ঞানে পাঠ নিতে ধাবিত করল। প্রথমে কোয়েম্বত্তুরের এগ্রিকালচারাল কলেজ থেকে স্নাতক ও পরে ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে সাইটোজেনেটিক্স-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট (পিএইচডি) লাভ। বিদেশে থাকাকালীনই জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় ও পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা ১৯৫৪ সালে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দেশে ফিরে সিআরআরআই (কটক)-এ যোগদান। পরে আইএআরআই-এ এবং সেখানেই ১৯৬৬ সালে ডিরেক্টর হন। এরপর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এ জেনারেল পদে দায়িত্ব সামলেছেন।

কৃষি মন্ত্রকের সচিব পদ অলঙ্কৃত করেছেন ১৯৭৯ সালে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অব নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস ই (আইইউসিএন)-এর সভাপতি পদে আসীন ছিলেন ১৯৮৮ সালে। তিনি প্রথম গু ওয়ার্ল ফুড প্রাইজ পান ১৯৮৭ সালে এবং রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পান ১৯৭১ সালে। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পান ১৯৬১ সালে এবং বিজ্ঞানে বিশ্বের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুরস্কার পান ১৯৮৬ সালে। ভারতরত্ন ছাড়া তিনি ১৯৬৭ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৭২ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৮৯ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধি ১৯৮০ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হলে অধ্যাপক স্বামীনাথনকে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য করেন। পরে তিনি কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানও হয়েছেন।

একই সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণা ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ, দুই ভিন্নধারার টি কাজ সামলেছেন। তিনি তাঁর পুরস্কারে - অর্থমূল্যে ১৯৮৮ সালে চেন্নাইয়ে তৈরি করেন এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এম এস এস আর এফ)। এই হু ফাউন্ডেশন সারা দেশ জুড়ে এক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের (বেসিক সায়েন্স) ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নানা দিক নিয়ে এ গবেষণা করে থাকে। সমগ্র দেশ জুড়েই হ তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান গবেষণায়

নিয়োজিত। তিনি এম এস এস আর এফ- এর মধ্য দিয়ে ইয়ুথ সায়েন্স কংগ্রেস শুরু করেন। প্রথম কংগ্রেস চেন্নাইয়ে সংগঠিত হয় ২০০৯ সালে। এই কংগ্রেসে এই প্রতিবেদক ও প্রতিবেদকের বন্ধু নুর মহম্মদ পেপার পড়েছিল। ইয়ুথ সায়েন্স কংগ্রেসটি হয়েছিল চেন্নাইয়ে (জুন ৫-৭, ২০০৯), রাজীব গান্ধি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট কমপ্লেক্সে। এই সময়েই দেখেছিলাম পুরো তিনদিন তিনি যতক্ষণ সেমিনার হয়েছে ততক্ষণ বসে থেকেছেন। তাঁর লেকচার শোনার সুযোগও হয়েছিল। এরপর তিনি এই অর্বাচীনদের সঙ্গে গল্পেও মেতেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছবি তোলারও সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইয়ুথ সায়েন্স কংগ্রেসে যুবরা ছাড়াও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাও অংশ নেন।

পঞ্চম ইয়ুথ কংগ্রেসেও (যেটি শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন) এই প্রতিবেদক ও নুর মহম্মদ যৌথভাবে পেপার সাবমিট করেছিল। ডিসেম্বর ৬-৯, ২০১৩-তে পঞ্চম ইয়ুথ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেকচার দেওয়ার সময় এই প্রতিবেদকের সামনে অধ্যাপক স্বামীনাথ বসেছিলেন। লেকচার সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। পেপারের বিষয় ছিল সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মূল কারণ মনুষ্যঘটিত (অ্যানথ্রোপজেনিক ফ্যাক্টরস)। তাঁর প্রশ্ন ছিল, সুন্দরবনের ধ্বংস রোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কি জানানো হয়? উত্তর ছিল-- বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও দৈনিকে লিখে

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি জানালেন, তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সুন্দরবন ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র দেওয়া হলে প্রতিবেদক রাজি আছে কিনা। উত্তর ছিল-- অবশ্যই রাজি। না, কোনও পক্ষ থেকে সে কাজ আর করা হয়ে ওঠেনি। পরে অবশ্য তিনি অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মা-র (অধ্যাপক চৌধুরীর) নামে সাগরে অবস্থিত গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সুন্দরবন নিয়ে গবেষণায় এমএসএসআর ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করেছিলেন। সুন্দরবন নিয়ে কাজ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিস্ট ড় কুমুদ নস্কর (প্রয়াত) ও অধ্যাপক নির্মল সমাজপতির (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) অধীনে কাজ করে পিএইচডি থিসিসটি জার্মান থেকে ল্যাপ ল্যাম্পবার্ট প্রকাশনা সংস্থা থেকে ২০১৩-র জুলাইয়ে বই হিসাবে প্রকাশ হয়। বইটি অধ্যাপক স্বামীনাথনকে দেখালে তিনি খুশি হন এবং বইটি পেতে আগ্রহী হলে একটিমাত্র কপি থাকায় প্রতিবেদক সেটি তাঁকে দিতে পারেননি। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অরুণকুমার শর্মাকে (প্রতিবেদকের শিক্ষক) ঘটনাটি জানালে তিনি বলেছিলেন, কেন বাপু তুমি তো ওটি অধ্যাপক স্বামীনাথনকে দিতে পারতে। এটি স্যারের কাছে শুনে লজ্জাবনত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

ইউপিএ জমানায় অধ্যাপক স্বামীনাথন শস্যের সহায়ক মূল্য নির্ধারিত করেন। কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার শস্যের সহায়ক মূল্য নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক স্বামীনাথনকে চেয়ারম্যান করে এক সদস্যের কমিশন গঠন করে। তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে জানিয়েছিলেন, উৎপাদনের সব ব্যয় ধরে, গড় ব্যয়ের উপর ৫০ শতাংশ বেশি মূল্য শস্য বিক্রিতে সরকারকে দিতে হবে যাতে কৃষক মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (এমএসপি) বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পেতে পারে। তিনি যেভাবে হিসাব কষেছিলেন সেই সংকেত (ফর্মুলা) ছিল-- সি২ ৫০। সি২ অর্থে তিনি বুঝিয়েছিলেন মূলধনের সঙ্গে কৃষির যন্ত্রপাতি সহ আনুষঙ্গিক খরচ, জমির ভাড়া সহ আরও ৫০ শতাংশ বেশি মূল্য দিতে হবে। অধ্যাপক স্বামীনাথন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন অথচ কৃষকের কাছে এমএসপি এখনও অধরা। ইউপিএ সরকার বা বর্তমানে সংঘ ঘনিষ্ঠ বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার কেউই এখনও পর্যন্ত এমএসপি লাগু করেনি।

প্রথম সবুজ বিপ্লবের রেশ যে আর ডিভিডেন্ট দিচ্ছে না সেটি তিনি বহু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথাও বলেছিলেন। সে কারণেই জৈব চাষের উপর জীবনের শেষ লগ্নে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এম এস এস আর এফ- এর বিভিন্ন শাখা/কেন্দ্র তিনি সারা ভারতবর্ষ জুড়েই তৈরি করেছিলেন। ধানের জিন পরিবর্তন করে সুন্দরবনের লবণাক্ত পরিবেশে চাষের জন্য গবেষণা করেছিলেন। দেশের নানা প্রান্তে, নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছাত্রদের দিয়ে গবেষণায় মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। অধ্যাপক স্বামীনাথনের অভাব পূরণ হওয়ার নয়। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

ঢাকায় ঝটিকা মিছিল করতে এসে ২ শতাধিক আ.লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগর ও তেজগাঁওসহ আশেপাশে এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির সময়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ২৪৪ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিএমপি)। এ সময় তাদের কাছ থেকে ককটেল ও ব্যানার উদ্ধার করা হয়েছে। ঝটিকা মিছিল অংশ নিতে ঢাকায় এসে গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে অধিকাংশই ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর ও গোপালগঞ্জসহ কয়েক জেলার আ.লীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) এস এন নজরুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সংগঠিত হয়ে শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টের ষড়যন্ত্র করছে। আজকেও এমনই একটি ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির সময় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তা নস্যাৎ করে দেয়। এখন

পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ২৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ব্যানার উদ্ধার করা হয়েছে। ডিএমপির ধারাবাহিক অভিযান ইতোপূর্বে এই ধরনের মিছিল থেকে পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের মাতৃভূমি স্বৈরাচারের থাবা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় এসে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অপতৎপরতা চালাচ্ছে। রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ডিএমপির সদস্যরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অপতৎপরতা রুখে দিতে ডিএমপির পাশাপাশি নগরবাসী আমাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আজকে তারা আমাদের বেশ ভালোভাবে সহযোগিতা করেছে। রাজধানীবাসীর উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, আমরা নগরবাসীকে বলতে চাই। আপনাদের আশেপাশে বাসা, আবাসিক হোটেলসহ কোনো ভবনে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে সহযোগিতা করবেন। আমাদের অগ্রিম জানাতে পারলে আমরা ভালোভাবে তাদের মোকাবিলা করতে পারবো। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা কোন এলাকার নেতাকর্মী জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা যাচাই-বাছাই করছি। তবে প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে গ্রেপ্তার হওয়া অধিকাংশ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর এবং গোপালগঞ্জ থেকে এসেছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এমন মিছিল কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এমন মিছিলে তথ্য নেই। নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন করে তারা সক্রিয় হচ্ছে।

অসম রাইফেলস বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার মণিপুরে

ইমফল, ২৫ সেপ্টেম্বর: মণিপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর ওপর হওয়া ১৯ সেপ্টেম্বরের প্রাণঘাতী অতর্কিত হামলার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল যৌথ বাহিনী। এই হামলায় অসম রাইফেলসের দুই জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন আরও পাঁচজন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোর রাত ১টা নাগাদ ইমফল পশ্চিম জেলার কামেং এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অংশ নেয় ইমফল ও বিষ্ণুপুর জেলার পুলিশ, ৩৩ অসম রাইফেলস ও অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় খোমদ্রাম ওজিত সিং ওরফে কেইলাল (৪৭)। তিনি নিষিদ্ধ বিদ্রোহী সংগঠন পিপলস লিবারেশন আর্মি -র সদস্য বলে স্বীকার করেছেন। জানা গেছে, ২০০৭ সালের এপ্রিলে তিনি একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং বর্তমানে জামিনে ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে ওজিত স্বীকার করেছেন যে, ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫:৩০টা নাগাদ বিষ্ণুপুর জেলার নামবোল সাবাল লাইকাই এলাকায় ৩৩ অসম রাইফেলস-এর কনভয়ের ওপর সরাসরি হামলায় তিনি জড়িত ছিলেন। ঘটনার পর তিনি ও তার সহযোগীরা লোকতাক লেকের দিকে পালিয়ে যান এবং অস্ত্র লুকিয়ে রাখেন। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নিরাপত্তাবাহিনী একটি গোপন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি এ৪ রাইফেল, যার সঙ্গে ছিল ৪টি ম্যাগাজিন; একটি এইচকে রাইফেল (২টি ম্যাগাজিন সহ); ২টি একে রাইফেল (৫টি ম্যাগাজিন সহ); এবং একটি ইনসাস রাইফেল, যার সঙ্গে ছিল ৩টি ম্যাগাজিন। এছাড়াও উদ্ধার করা হয়েছে ৩টি ল্যাথোড শেল, ১৭০ রাউন্ড একে গোলাবারুদ, ২১৬ রাউন্ড এম-১৬ গোলাবারুদ এবং ৬৭ রাউন্ড ইনসাস গোলাবারুদ। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোবাইল ফোন, একটি মানিব্যাগ এবং একটি আধার কার্ডও উদ্ধার করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, গ্রেপ্তারকৃত ওজিত সিং বর্তমানে আরও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।মণিপুর পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই হামলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক অপরাধীকে আইনের আওতায় না আনা পর্যন্ত অভিযান চলবে। নিরাপত্তা বাহিনীর এই পদক্ষেপকে সন্ত্রাস দমনে এক বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বড় ঘোষণা: জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক খাত উন্নয়নে ৬৯,৭২৫ কোটি টাকার প্যাকেজ অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জাহাজ নির্মাণ, সামুদ্রিক অর্থায়ন এবং দেশীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬৯,৭২৫ কোটি টাকার ব্যাপক প্যাকেজ অনুমোদন করেছে। এই উদ্যোগ ভারতের সামুদ্রিক খাতকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অর্থায়ন, অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও নীতিমালা সংস্কার।

এই প্যাকেজের আওতায় ২৪, ৭৩৬ কোটি টাকার 'শিপবিল্ডিং ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম' ৩১ মার্চ, ২০৩৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও, টেকসই প্রক্রিয়া সমর্থনের জন্য ৪,০০১ কোটি টাকার 'শিপব্রেকিং ক্রেডিট নোট' চালু করা হবে। প্রয়োগ তদারকির জন্য 'ন্যাশনাল শিপবিল্ডিং মিশন' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'মেরিটাইম ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' নামে একটি নতুন তহবিল তৈরি করা হবে, যার মোট পরিমাণ ২৫,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে 'মেরিটাইম ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড' হিসেবে ২০,০০০ কোটি টাকা থাকবে, যেখানে সরকারের অংশগ্রহণ ৪৯ শতাংশ থাকবে। এছাড়াও ৫, ০০০ কোটি টাকার 'ইন্টারেস্ট ইনসেনটিভাইজেশন ফান্ড' গঠিত হবে, যা ঋণের খরচ কমাতে সাহায্য করবে।

জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ১৯,৯৮৯ কোটি টাকার 'শিপবিল্ডিং ডেভেলপমেন্ট স্কিম' অনুমোদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশে বার্ষিক ৪.৫ মিলিয়ন গ্রস টন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।এই প্রকল্পের আওতায় মেগা শিপবিল্ডিং ক্লাস্টার গঠন, অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং ভারতীয় সামুদ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ইন্ডিয়া শিপ টেকনোলজি সেন্টার' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পগুলির জন্য বীমা সহ ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান করা হবে।এই প্যাকেজের মাধ্যমে ৪.৫ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ আনুমানিক মুক্ত হবে, প্রায় ৩০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং ৪.৫ মিলিয়ন গ্রস টন অতিরিক্ত জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা গড়ে উঠবে।

ভারতের সামুদ্রিক খাত শতাব্দীর পুরনো বাণিজ্য ও নৌযাত্রার ঐতিহ্যের অধিকারী। দেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ পণ্য ভলিউম ও ৭০ শতাংশ মূল্যে সামুদ্রিক পথে পরিবাহিত হয়। জাহাজ নির্মাণকে 'ভারী প্রকৌশলের মা' বলা হয়, যা কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লেহে যুব-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে উত্তেজনা: রাজ্যত্ব ও ষষ্ঠ তফসিলসহ চার দফা দাবিতে সহিংস রূপ

লেহ, ২৪ সেপ্টেম্বর --- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের রাজধানী লেহ-তে চলমান যুব-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ বুধবার হঠাৎ করে সহিংস রূপ ধারণ করে, যখন বিক্ষোভকারীরা বিজেপির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা লেহ এপেক্স বডি (এএলবি) ও কারগিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ) বিগত চার বছর ধরে যে চার দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছে, তা পূরণের দাবিতে জনঅসন্তোষ এবার সহিংসতার রূপ নেয়। মূলত: রাজ্যত্ব, সংবিধানের ষষ্ঠ সূচীর অন্তর্ভুক্তি, লাদাখের জন্য পৃথক সরকারি কর্ম কমিশন এবং দুটি সংসদীয় আসনের দাবিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ তীব্র হয়েছে। ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে বিভক্ত করে কেন্দ্র সরকার লাদাখকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করলেও, এতে স্থানীয় মানুষের আত্মপরিচয় ও সাংবিধানিক সুরক্ষার চাহিদা পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে। এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে লেহ এপেক্স বডির নেতৃত্বে ১৫ জন সদস্য দীর্ঘ ৩৫ দিনের অনশন শুরু করেন। এর মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মঙ্গলবার রাতে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যা আন্দোলনের গতি আরও তীব্র করে তোলে। এর জেরে এএলবি-র যুব শাখা বুধবার লেহ শহরে ব্যাপক শাটডাউন ও বিক্ষোভের ডাক দেয়।

বিক্ষোভ চলাকালে বিজেপির লেহ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং শহরের একাধিক স্থানে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে পার্টি অফিসে, এবং পেছন থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে এই ঘটনার ফলে লেহ শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিশিষ্ট পরিবেশ ও সামাজিক কর্মী সোনম ওয়াংচুক, যিনি দীর্ঘদিন ধরেই এই আন্দোলনের এক মুখ্য মুখ, বিক্ষোভের সহিংস রূপে গভীর হতাশা প্রকাশ করে অনশন ভেঙে দেন এবং আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "মানুষ বলছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে কিছু হচ্ছে না। আমরা চাই না এমন কিছু হোক যা ভারতের জন্য বিব্রতকর হবে। শান্তি বজায় থাকাই শ্রেয়।"

আন্দোলনকারীদের দাবি, কেন্দ্র সরকার আলোচনার নামে শুধু সময়ক্ষেপণ করছে। গত মে মাসে সর্বশেষ আলোচনার পর গৃহ মন্ত্রণালয় ৬ অক্টোবর পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঘোষণা করলেও তা লেহ এপেক্স বডির সঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত না হওয়ায় তারা এটিকে 'উপেক্ষার প্রতীক' হিসেবে দেখছে। এই একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই আন্দোলন আরও চরমে পৌঁছেছে। লাদাখের জনগণের অভিযোগ, জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলবিশেষ করে ষষ্ঠ সূচীর মাধ্যমে তাদের সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণেরতা এখনও পূরণ হয়নি। ষষ্ঠ সূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে লাদাখের উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভূমি, সংস্কৃতি, আইন এবং প্রশাসনের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যেমনটা উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে রয়েছে।

এদিকে, বেকারত্ব লাদাখের তরুণ সমাজের মধ্যে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক সরকারি তথ্য অনুযায়ী, লাদাখে স্নাতক বেকারত্বের হার ২৬.৫ শতাংশ, যা দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এই প্রেক্ষিতে আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দাবিও সামনে এসেছে, যাতে স্থানীয়দের জন্য সরকারি চাকরির সুযোগ বাড়ে। যদিও কেন্দ্র সরকার ৯৫ স্থানীয় সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিল, আন্দোলনকারীদের মতে তা এখনও বাস্তবায়নের পথে নেই। আন্দোলনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছেবর্তমানে লাদাখের জন্য বরাদ্দ একমাত্র লোকসভা আসন বাড়িয়ে দুইটি করা, যাতে সংসদে তাদের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কারগিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের নেতা সাজাদ কারগিলি বলেছেন, "লাদাখ, একসময় শান্তিপূর্ণ অঞ্চল ছিল, কিন্তু কেন্দ্রের ব্যর্থ ইউটি পরীক্ষার কারণে এখন হতাশা ও অনিরাপত্তায় ভুগছে। দায়ভার সরকারের ওপরআলোচনা আবার শুরু করুন, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করুন এবং রাজ্যত্ব ও ষষ্ঠ সূচীর দাবি মেনে নিন।" তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতি শান্তি বজায় রাখারও আহ্বান জানান।

এই পরিস্থিতিতে লাদাখের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে সংশয় আরও গভীর হচ্ছে। আন্দোলনের নেতারা পরিষ্কার করে জানিয়েছেন, দাবি না মানা পর্যন্ত তারা পিছপা হবেন না। তবে সহিংসতা রোধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবেএমনটাই বারবার বলছেন সোনম ওয়াংচুকসহ অন্যান্য গণ্যমান্য নাগরিক। এখন দেখার বিষয়, কেন্দ্র সরকার ৬ অক্টোবরের আলোচনায় কী রূপরেখা নিয়ে আসে, এবং তা লাদাখের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবিকে কতটা প্রতিফলিত করে।

বিশ্ব খাদ্য ভারত ২০২৫: নতুন উচ্চতায় ভারত, 'গ্লোবাল ফুড হাব' হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে মোদীর উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের উদ্যোগে বিশ্ব খাদ্য ভারত ২০২৫-এর চতুর্থ সংস্করণ আগামী ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। এবারের সম্মেলন ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার পাশাপাশি ভারতকে 'গ্লোবাল ফুড হাব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই আয়োজিত হচ্ছে।

২০১৭ সালে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হওয়া এই ইভেন্ট পরবর্তীতে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে সফলভাবে আয়োজিত হয়। তবে এবারের ডব্লিউএফআই ২০২৫-কে সবচেয়ে বড় এবং ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক বলে মনে করা হচ্ছে। এবছর ৯০টিরও বেশি দেশ, ২০০০-এর বেশি প্রদর্শক এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার শিল্পোদ্যোগী, বিশেষজ্ঞ ও বিনিয়োগকারী এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। নিউজিল্যান্ড ও সৌদি আরব থাকছে অংশীদার দেশ হিসেবে, আর ফোকাস দেশ হিসেবে থাকবে জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া।

বিশ্ব খাদ্য ভারত ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিণত হয়েছে, যেখানে খাদ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা, প্রযুক্তি সরবরাহকারী, সরঞ্জাম নির্মাতা, রফতানিকারক, সরবরাহ চেইন অপারেটর এবং স্টার্টআপরা একে অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, উদ্ভাবনের পথ খুলে দেয় এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে। এবারের সম্মেলনের অংশ হিসেবে থাকছে তৃতীয় গ্লোবাল ফুড রেগুলেটরস সামিট এবং ২৪তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সি-ফুড শো, যা ভারতীয় সামুদ্রিক খাদ্য রফতানির প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

ভারত ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদনের এক বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। দেশটি বর্তমানে দুধ, পেঁয়াজ এবং ডালের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদক এবং চাল, গম, আখ, চা, ফল, সবজি ও ডিম উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত এক দশকে এই খাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ৭.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪---২৫ অর্থবছরে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রফতানির পরিমাণ পৌঁছেছে ৪৯.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যার মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের অবদান ছিল ২০ শতাংশের বেশি২০১৪—১৫ সালে যা ছিল মাত্র ১৩.৭ শতাংশ।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে কর্মসংস্থানও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ২২.৩ লাখ শ্রমিক নিবন্ধিত ইউনিটগুলিতে এবং ৪৬.৮ লাখ অ-নিবন্ধিত ইউনিটে নিযুক্ত রয়েছেন। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এই বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পিএলআইএসএফপিআই, মিলেট ভিত্তিক পণ্যগুলির জন্য পৃথক পিএলআই প্রকল্প, পিএম কিষাণ সম্পদা যোজনা ও পিএমএফএমই স্কিমের মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যাপক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও সরকার বড়সড় অগ্রগতি করেছে২৪টি মেগা ফুড পার্ক, ২২টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার, ২৮৯টি কোল্ড চেইন প্রকল্প ও ৩০৫টি সংরক্ষণ ইউনিট ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ১০০ শতাংশ এফডিআই অনুমোদন, ২,০০০ কোটির নাবার্ড ফান্ড এবং নিবন্ধিত ফুড ব্যবসার পরিমাণ ২৫ লক্ষ থেকে ৬৪ লক্ষে পৌঁছানো, এই শিল্পের প্রতি সরকারের গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

ডব্লিউএফআই ২০২৫-এর আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ থাকবে নীতিনির্ধারক, শিল্প নেতৃবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে আয়োজিত জ্ঞানভিত্তিক সেশন ও প্যানেল আলোচনা, যেখানে আলোচনায় উঠে আসবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ, নীতিমালা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয়গুলি। পাশাপাশি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোল্ড চেইন ও আধুনিক প্যাকেজিং প্রযুক্তি নিয়ে বিস্তৃত সেক্টরাল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের জন্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে থাকবে বিস্তৃত ক্ক২ক্ক (ব্যবসায়িক—ব্যবসায়িক) ও ক্ক২ও (সরকার---ব্যবসা) মিটিংয়ের সুযোগ, যা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে। ভারতের বৈচিত্র্যময় খাদ্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এবারে আয়োজন করা হয়েছে লাইভ কুকিং শো ও শেফ প্রতিযোগিতা, যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্বনামধন্য শেফ ও হোম কুকরা অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও, তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে 'স্টার্টআপ গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ'-এর আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিযোগীরা মেন্টরশিপ ও ফান্ডিংয়ের সুযোগ পাবেন। আর দর্শকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে 'গ্রেট ইন্ডিয়ান ফুড স্ট্রিট' একটি প্রাণবন্ত প্রদর্শনী এলাকা, যেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রামাণ্য রান্না ও আঞ্চলিক খাবারের লাইভ পরিবেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে ভারতীয় খাদ্য সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার।

এই ইভেন্ট 'বিকসিত ভারত ২০৪৭'-এর ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে টেকসই উন্নয়ন, পরিকাঠামো, উদ্যোগ, বৈশ্বিক নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনে। এর মাধ্যমে শুধু আন্তর্জাতিক বিনিয়োগই নয়, বরং গ্রামীণ সমৃদ্ধি, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং টিয়ার—২ ও টিয়ার—৩ শহরগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জলবায়ু-স্মার্ট প্রযুক্তির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতকে এক নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েছে ডব্লিউএফআই ২০২৫।

এস. জয়শঙ্করের নেতৃত্বে নিউ ইয়র্কে গ্লোবাল সাউথ-এর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ওপর জোর

নিউ ইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের উদ্যোগে "সমমনা গ্লোবাল সাউথ" দেশগুলোর উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিক পরিসরে সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। জলবায়ু ন্যায়বিচার, ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন, এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেন, "যেহেতু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহু সমস্যা ও বিপদের সৃষ্টি হয়েছে, তাই গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলোর জন্য বহুপাক্ষিকতার ওপর নির্ভর করাটাই স্বাভাবিক।" তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা জোরদার করতে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং পারস্পরিক সাফল্য ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে হবে। ভারত যেমন টিকা উৎপাদন, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শিক্ষা, কৃষি চর্চা ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞতা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের কাজে লাগতে পারে।জয়শঙ্কর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গ্লোবাল সাউথ-এর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "জলবায়ু অ্যাকশন ও ক্লাইমেট জাস্টিসে এমন উদ্যোগ দরকার, যা গ্লোবাল সাউথ-এর বাস্তব প্রয়োজন মেটাবে, গ্লোবাল নর্থ-এর ব্যর্থতাকে নয়।" কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র সম্ভাবনাও এই আলোচনায় গুরুত্ব পায়। একই সঙ্গে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও মন্ত্রী নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী, ইউক্রেন ও গাজা সংঘাত, চরম জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্যে অস্থিরতা, বিনিয়োগ প্রবাহে অনিশ্চয়তা এবং সুদের হারের ওঠানামার ফলে গ্লোবাল সাউথ আজ এক জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে। "

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯৪তম আত্মবলিদান দিবসে এআইডিএসও'র শ্রদ্ধা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ক্যানসারের গবেষণায় “বিজ্ঞানের অস্কার”

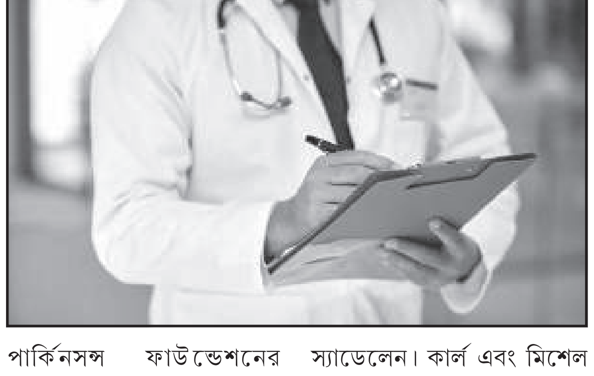

পার্কিনসন্স ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিশ্বে এক কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। অথচ ১৮১৭ সালে চিকিতক জেমস পার্কিনসন্স চিহ্নিত এই রোগ সম্পর্কে দু’দশক আগেও মানুষের ধারণা তেমন ছিল না। বর্তমানে শুধু প্রবীণ নয়, কমবয়সি পার্কিনসন্স আক্রান্তের সংখ্যাও চিন্তার কারণ।

ক্যানসারের মতোই বেড়ে চলেছে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও এর গবেষণা চলেছে নিরন্তর। যার স্বীকৃতি মিলল আন্তর্জাতিক স্তরে। স্বীকৃতি পেয়েছে ক্যানসার থেরাপির গবেষণাও।

২০২৪ সালের ব্রেকথ্রু প্রাইজ ফাউন্ডেশন মূলত পার্কিনসন্স ডিজিজ, কার টি সেল (সিএআর টি, এটি মলিকিউলার জেনেটিক কোডিং) ক্যানসার থেরাপি এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিসের গবেষণাকে সম্মান জানাতে আট জন বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অস্কার মানা হয় এই পুরস্কারকে। আগামী বছরের ১৩ এপ্রিল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দেওয়া হবে পুরস্কার। পার্কিনসন্স রোগের ঝুঁকিবাহক জিনকে তাঁদের গবেষণায় চিহ্নিত করে পুরস্কৃত হলেন ইউনিভার্সিটি অব টুবিংএনের স্নায়ুবিজ্ঞানী টমাস গ্যাসার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিংয়ের নিউরোজেনেটিসিস্ট অ্যান্ড্রু সিঙ্গলটন এবং ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জেনেটিসিস্ট অ্যালেন সিনড্রেনস্কি। পুরস্কার পাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া র ইমিউনোলজিস্ট কার্ল জুন, মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারের ইমিউনোলজিস্ট মিশেল স্যাডেলেন। কার্ল এবং মিশেল পুরস্কার পেলেন কার টি সেল ইমিউনোথেরাপির আরও উন্নয়নের গবেষণায়। সিস্টিক ফাইব্রোসিসের চিকিৎসায় সংমিশ্রিত ওষুধ আবিষ্কার করে পুরস্কৃত হলেন ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের গবেষক সাবিন হাদিদা, পল নেগুলেস্কু এবং ফ্রেডরিক ভন গুর।

পার্কিনসন্স রোগের ঝুঁকিবাহক জিনকে চিহ্নিত করার গবেষণা শুরু হয়েছিল অন্য ভাবে। শিশুরোগ চিকিতক অ্যালেন সিনড্রেনস্কি তখন জিনগত বিরল রোগ গোশের নিয়ে গবেষণায় বুঁদ। একটি মাত্র জিন, জিবিএ ওয়ানের গোলমাল কী ভাবে যকৃত প্লীহা এবং অস্থির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে থাবা বসাতে পারে, সেটাই আকর্ষণ করেছিল সিনড্রেনস্কিকে। এমন পরিস্থিতিতে সিনড্রেনস্কির কাছে ফোন আসে সহকর্মীর। যিনি এমন এক রোগীর মস্তিষ্ক থেকে টিসু সংগ্রহ করেছিলেন, যাঁর গসার এবং পার্কিনসন্স দু’টিই আছে। মোট তিনটি নমুনা তিনি পাঠান সিনড্রেনস্কিকে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে নমুনার লেবেল পড়ে যায়। ফলে কোনটা কোন নমুনা নিশ্চিত হতে সিনড্রেনস্কি এনজাইমের কাজ মাপার সিদ্ধান্ত নেন।

পরে ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা যায়, একটি নমুনায় মিউটেড জিবিএ ওয়ান জিনের দু’টি অনুলিপি ছিল। কিন্তু বাকি দু’টি নমুনায় মিউটেড জিবিএ ওয়ান জিনের একটাই অনুলিপি। যা দেখে ৫০ জনেরও বেশি পার্কিনসন্স রোগীর পোস্টমর্টেমে মস্তিষ্কের নমুনা থেকে ডিএনএ বিশ্লেষণ করে দেখেন, ১২ জন জিবিএ ওয়ান মিউটেশন বহন করছেন। ওই সময়েই, অর্থাৎ ২০০২ সালে টমাস গ্যাসার এবং অ্যান্ড্রু সিঙ্গলটন খুঁজছিলেন পার্কিনসন্স রোগের জিনগত সূত্র। যা মিলিত ভাবে গবেষণার দরজা খুলে দেয়।

সিনড্রেনস্কি বলছিলেন, “কেন বিরল রোগ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তার এটি উদাহরণ। গবেষণার ফল বিরল রোগের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সাধারণ জটিল রোগের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল আনতে পারে।”

দীর্ঘ বছর ধরে গবেষণাগারে টি কোষের ভূমিকায় শান দিয়ে তাকে আরও উন্নত করায় ব্যস্ত থেকেছেন জুন এবং স্যাডেলেন। টি কোষ হল রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার এক দক্ষ সৈনিক। টি সেল রিসেপ্টর (টিসিআর) ক্যানসারের কোষে অ্যান্টিজেন খুঁজে বার করে তাকে আটকে রাখে। সাম্প্রতিক কালে সেল থেরাপির এই চিকিতা নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যখন স্যাডেলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন, তখন সেল ইঞ্জিনিয়ারিং নতুন ক্ষেত্র। ক্যানসারের গবেষণায় টি কোষ নজর কেড়েছে বহু পরে। দীর্ঘ গবেষণার ফল দেখে ২০১৭ সালে প্রথম বার এফডিএ অনুমোদন দেয় কিছু ক্ষেত্রে শিশু এবং কমবয়সি লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকোমিয়ায় আক্রান্তদের সিএআর টি সেল থেরাপি করার।

অন্য দিকে, সিস্টিক ফাইব্রোসিসের জন্য দায়ী জিনকে ১৯৮৯ সালেই চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী দশকে বিজ্ঞানীরা মূলত প্রোটিন চিহ্নিত করেন এবং কী ভাবে ওই জিনের মিউটেশনে প্রোটিনের গঠনে ত্রুটি হচ্ছে, সেটাই তুলে ধরেন। কোষে ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন যথাযথ কাজ না করায় লবণ ও জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ আঠালো শ্লেষ্মা তৈরি হয়, যা প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়া এবং ভাইরাসের আশ্রয়স্থল হয়। সিস্টিক ফাইব্রোসিস এমন রোগ, যা শরীরের যে কোনও অঙ্গে হতে পারে। তাই গবেষণা দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুখে নেওয়ার মতো কোনও ওষুধ আনতে হবে, যা সব অঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারবে। সেই ত্রুটি সমাধানের পথ খুঁজতে বিজ্ঞানীদের পেরোতে হয়েছে ২০ বছর।

কম বয়সেই বাড়ছে আর্থাইটিসের সমস্যা

প্রতি ৩ জন ব্যক্তির মধ্যে ১ জন আর্থাইটিসের সমস্যায় ভুগছেন। গাঁটের ব্যথা, জয়েন্ট ফুলে যাওয়ার মতো একাধিক হাড়ের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আগে মানুষের ধারণা ছিল, বয়স বাড়লে হাড়ের ক্ষয় হয় এবং সেখান থেকে এই ধরনের সমস্যা জন্ম নেয়। কিন্তু এখন কম বয়সেও মানুষ আর্থাইটিসে ভুগছেন। অল্পবয়সীদের মধ্যে আর্থাইটিসের কারণ মূলত অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা। একটানা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, শারীরিকভাবে সক্রিয় না থাকাই হাড়ের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। তার সঙ্গে পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু একবার দেহে আর্থাইটিসের সমস্যা দেখা দিলে, তা সহজে পিছু ছাড়তে চায় না। ব্যথা কমানোর জন্য মুঠো-মুঠো পেইনকিলার খেয়েও খুব বেশি লাভ হয় না।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, জয়েন্টের ফোলাভাব, গাঁটের ব্যথা, অস্থিসন্ধির নমনীয় দূর করার জন্য রোজের জীবনধারার উপর নজর দিতে হবে। শরীরচর্চার পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় জোর দিতে হবে। এতে জয়েন্টের প্রদাহ কমবে এবং হাড় শক্তিশালী হবে। এমনকী আপনার দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। কোন-কোন খাবার খেলে আর্থাইটিসের কষ্ট কমতে পারে, রইল টিপস।

পালং শাক: পালং শাক হল সুপারফুড। এই শাকের মধ্যে উচ্চ পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ব্যথা-যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি দেয়। কম বয়সিদের মধ্যে অস্টিওআর্থাইটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে পালং শাক। শাক চচ্চড়ি ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে আপনি পালং শাক খেতে পারেন। তাই এই সবজিকে রাখুন ডায়েটে।

ফ্যাটি মাছ: সামুদ্রিক মাছের মধ্যে তেল পাওয়া যায়। এটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদাহের সঙ্গে লড়াই করতে এবং গাঁটের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এটি হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বাদাম: সকালবেলা এক মুঠো বাদাম খান। আখরোট, পেস্তা, আমন্ড সব রাখুন একসঙ্গে। এসব বাদামের মধ্যে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন ই, প্রোটিন, ও আলফা-লিনোলেনিক রয়েছে। এগুলো ইমিউনিটি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাছাড়া আখরোটের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা রিউমাটয়েড আর্থাইটিস ও অস্টিওআর্থারাইটিসের ব্যথা কমায়।

রসুন: রসুনের মধ্যে একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। রসুন দেহে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এর প্রদাহ-বিরোধী উপাদান গাঁটের ব্যথা-যন্ত্রণা কমায়। এছাড়া অস্টিওআর্থারাইটিসের উপসর্গকে দূর করে। লেবু জাতীয় ফল: দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে ভিটামিন সি জরুরি। মুসাম্বি লেবু, পাতিলেবু, বাতাবিলেবু, কমলালেবু ইত্যাদির মধ্যে উচ্চ পরিমাণে এই ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ভিটামিন সি দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এটি আর্থারাইটিসের প্রদাহ এবং জয়েন্টের যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস থাকবে বশে, মস্তিষ্ক দৌড়াবে কম্পিউটারের মতো, শুধু পান করুন এই বিশেষ দুধ

সুস্থ থাকা আমাদের সকলের কাম্য। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। আমাদের স্বাস্থ্য কিন্তু কিছুটা আমাদের হাতেও। কারণ আপনার জীবনধারার উপরই নির্ভরশীল শরীর। সবার আগে এর জন্য নজর দেওয়া প্রয়োজন ডায়েটে। জানেন কি আমাদের রান্নাঘরে এমন অনেক মশলা রয়েছে যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকার হয়। এমনই একটি মশলা হল দারুচিনি। দুধে দারুচিনি মিশিয়ে পান করলে অনেক রোগ দূরে থাকে। আপনি চাইলে দুধে হলুদ এবং আদাও যোগ করতে পারেন। এই সোনালি দুধ ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর করতে সাহাশ্য করে। সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন দারুচিনির সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খেলে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এর উপকারিতা

মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ করে:

‘মেডিকেল নিউজ টুডে’তে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বিশেষ দুধ খেলে মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ হয়। এটি স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। দুধে দারুচিনি যোগ করলে এর মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। প্রতিদিন এই দুধ খেলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

চলতি বছরে উষ্ণতম গ্রীষ্মকাল কাটাল পৃথিবী

চলতি বছর উষ্ণতম গ্রীষ্মকাল কাটাল পৃথিবী। এই তথ্য সামনে এনেছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ)। তাদের দাবি, এই বছরের জুন থেকে অগস্ট মাস পৃথিবীর উষ্ণতম সময় ছিল। এটাই ছিল উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে উষ্ণ শীতকাল। নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল নেলসন বলেছেন, “এই রেকর্ড তাপমাত্রা শুধুমাত্র একটি সংখ্যা নয়। এটি বাস্তবে বিশ্বের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানাচ্ছে। আমেরিকা ও কানাডায় দাবানল এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় বন্যা হয়েছে। চরম আবহাওয়া বিশ্ব জুড়ে জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করেছে।” জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসে নাসার রেকর্ডে আগের যে কোনও গ্রীষ্মের তুলনায় এ বার ০.২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা ছিল। আগস্টের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। এনওএএ-র প্রধান বিজ্ঞানী সারাহ ক্যাপনিকের আশঙ্কা, “মনে হচ্ছে, সামনের বছরগুলিতে এই সব রেকর্ড ভেঙে যাবে।”

ফ্যাটি লিভারের সমস্যা জানান দেবে পায়ের মাধ্যমে

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতোই আজকাল ঘরে-ঘরে দেখা দিচ্ছে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা। আর এই সমস্যার অন্যতম কারণই হল অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাস্থকর জীবনযাপন। ফ্যাটি লিভার আবার দু’ধরনের অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ও নন- অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। অর্থাৎ মদ্যপান করার কারণেও ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হতে পারে আবার মদ্যপান না করার কারণেও এই সমসা দেখা দিতেই পারে। কীভাবে বুঝবেন আপনিও ফ্যাটি লিভারের শিকার? বিশেষজ্ঞদের মতে, ফাটি লিভার হলে তা পায়ের পাতার মধ্যে কিছু পরিবর্তনের দ্বারা জানান দেয়। কী সেগুলি? আসুন জেনে নেওয়া যাক-

পায়ের পাতা ফোলা:- পায়ের পাতা ফোলা বা হাঁটার সময় ব্যথা হওয়া একটি সাধারণ সমস্যা। কিন্তু এটি উপেক্ষা করলেই বিপদ। কারণ ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হলে পায়ের পাতা ফুলে যায়।

পায়ের পাতা গরম হওয়া:- বেশি হাঁটাহাঁটি করি তখন পায়ের পাতা গরম হয়ে যায়, আবার কেউ-কেউ অনেকক্ষণ জুতো পরে থাকলেও তাঁদের পা গরম হতে থাকে। এটিকে সাধারণ ঘটনা ভেবে এড়িয়ে গেলে হবে না। কারণ এটা ফ্যাটি লিভারের অনতম লক্ষণ।

পায়ের পাতায় চুলকানি:- অনেকসময়ই পায়ের পাতা চুলকায়। তবে এটি সাধারণ নয়, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, ফ্যাটি লিভার হলেও অনেকসময় এই ধরনের চুলকানির সমস্যা হয়।

পায়ে দৃশ্যমান পুরু শিরা:- অনেকেরই পায়ে নীল-বেগুনি রঙের শিরা দেখা যায়। পায়ের তলাও দেখা দিতে পারে এই ধরনের শিরা। অত্যধিক ইস্ট্রোজেন ক্ষরণের ফলে এমনটা হয়। লিভার কাজ করা বন্ধ করে দিলে শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেড়ে যায়। তাই এমনটা হলে বুঝতে হবে লিভারের সমস্যা হচ্ছে।

পায়ের পাতায় দাগ:- অনেকের পায়ের পাতায় দাগ দেখা যায়। এর মানে হল আপনার শরীরে রক্ত চলাচল ঠিকমতো হচ্ছে না। এর কারণে লিভারের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং পায়ে ব্যথা বাড়তে পারে।

কাঠবাদাম খেলে কি সত্যি ওজন কমে?

প্রতি দিন সকালে ভেজানো কাঠবাদাম, আখরোট এবং কয়েকটি কাজুবাদাম খেয়েই দিন শুরু করেন। বাদামের স্বাস্থ্যকর ফ্যাট হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। ওজন ঝরাতেও বেশ কার্যকর এই বাদাম। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, দ্রুত মেদ ঝরাতে শরীরচর্চার পাশপাশি ডায়েটে কাঠবাদাম রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক জানাচ্ছেন, শুধু ওজন ঝরানোই নয়, কার্ডিয়োমেটাবলিক স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করতেও সাহায্য করে এই বাদাম। তাঁরা দেখেছেন, “এনার্জি রেস্ট্রিকটেড ডায়েট” করেন যাঁরা, নিয়মিত কাঠদাবাম খেয়ে তাঁরা প্রায় ৭ কিলেগ্রাম ওজন ঝরাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় ৯ মাস ধরে ১০০ জনেরও বেশি মানুষের উপর করা সমীক্ষা শেষে এই ফল পাওয়া গিয়েছে। গবেষণার প্রধান চিকিৎসক সারায়া কার্টার বলেন, “প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এবং প্রয়োজনীয় খনিজে ভরপুর কাঠবাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও। তা বিপাকহার উন্নত করতে সাহায্য করে। ফলে শরীর থেকে মেদ ঝরে দ্রুত। আগেও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে। ২০১৮ সালে “নিউট্রিয়েন্টস” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় ভারতীয় এক গবেষক এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, কাঠাবাদাম হল মোনো এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের উত। নিয়মিত ৪৫ গ্রাম কাঠবাদাম খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

কথায় কথায় সব ভুলে যাওয়ার রোগের দাওয়াই কয়েক টুকরো চিজ

গোটা শরীরকে পরিচালনা করে মস্তিষ্ক। কারও ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে কোনও জটিল অঙ্কের সমাধান সবের মূলেই রয়েছে মাথা। তাই মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড সচল রাখতে চিকিৎসকেরা শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে জাপানের একদল গবেষকের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে উঠে আসা তথ্য বলছে, মস্তিস্কে স্নায়ুর জটিল রোগ ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত চিজ খাওয়া জরুরি।

বয়স বাড়লে স্মৃতি লোপ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে নিজের নাম, বাড়ির ঠিকানা, পরিচিত মানুষদের চিনতে না পারার মতো লক্ষণ একেবারেই সাধারণ নয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুর জটিল রোগই কারও কারও ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিতা পরিভাষায় যাকে ডিমেনশিয়া বলা হয়। এই ডিমেনশিয়া আবার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সময় বিশেষে যা পার্কিনসন্স বা অ্যালঝাইমার্সের মতো আকার ধারণ করে।

চিকিতকেরা বলছেন, মস্তিষ্কের স্নায়ুর এই ধরনের রোগ ঠেকিয়ে রাখা গেলেও তা একেবারে সারিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। জাপানে ষাটোর্ধ প্রায় দেড় হাজার মানুষের খাবার অভ্যাস এবং জীবনযাপনের ভিত্তিতে করা সমীক্ষা শেষে দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত চিজ বা পনিরের মতো খাবার খান তাঁদের কগনিটিভ কার্যকারিতা অন্যদের তুলনায় অনেকটাই উন্নত। দুগ্ধজাত খাবারের সঙ্গে মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সংযোগের এই বিষয়টি “নিউট্রিশান” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গাঁও রিসার্চ সেন্টারের প্রধান গবেষক হানকিং কিম বলছেন, নিয়মিত চিজ, পনিরের মতো দুগ্ধজাত খাবার খেলে মস্তিষ্কের কগনিটিভ কার্যকারিতা উন্নত হয়। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে আরও বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

কোন উপসর্গ দেখলেই শরীরচর্চা বন্ধ করতে হবে?

মোটা হলেই শরীরে বাসা বাঁধে হাজারটা অসুখ। তাই চিকিৎসকরা বার বার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরমার্শ দেন। তাই ইদানীং ভুঁড়ি বাড়লেই সচেতন মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন জিমে গিয়ে। চটজলদি ওজন ঝরাতে ভারী ওজন নিয়ে দেদার চলছে শরীরচর্চা। পুজোর আগে তরুণদের মধ্যে শাহরুখ খান, হৃতিক রোশনের মতো “সিক্স প্যাক” বানানোর হিড়িক ওঠে প্রতি বারই।

শরীর বানানোর তাগিদে পাড়ার জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো, ফিটনেসবিদের পরামর্শ ছাড়াই মুড়িমুড়কির মতো সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছেন কেউ কেউ। কিন্তু শরীরের উপর বাড়তি চাপ দেওয়া কখনওই উচিত নয়।

ফিটনেসবিদেরাও কিন্তু সপ্তাহে পাঁচ-ছ’দিন শরীরচর্চা করার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া, শরীরে কিছু অস্বস্তি থাকলেও কিন্তু জিমে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন শারীরিক অসুবিধা নিয়ে জিমে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) অফিসের কাজের চাপে রাতে দেরিতে ঘুমোতে যাচ্ছেন আর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছেন? দিনের পর দিন ঘুম কম হলে শরীরে এমনিতেই ক্লান্তি আসে। সারা দিন অতিরিক্ত ধকলের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে জিমে না যাওয়াই ভাল।

২) অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শরীরচর্চার করলে ঋতুচক্রের উপর তার প্রভাব পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ঋতুস্রাব না হলে জিমে যাওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দেখতে পারেন।

৩) প্রথম ক’দিন জিমে গেলে কিংবা দীর্ঘ দিন পর জিমে গেলে পেশিতে ব্যথা হতে পারে। তবে নিয়মিত জিম করার পর হঠাতকোনও দিন পেশিতে ব্যথা হলে একটু সতর্ক হোন। তখন না যাওয়াই শ্রেয়। বড় কোনও চোট আঘাত লাগলেও জিম থেকে কয়েক দিনের বিরতি নেওয়াই ভাল। এ ছাড়া, পেটে ব্যথা, জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভুগলে জিম এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। পেটখারাপ কিংবা ডায়েরিয়া হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়, তাই শরীরে জলের ঘাটতি হয়। এ সময়েও জিম এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) আগের রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করলে পরের দিন সকালে শরীরে জলের ঘাটতি হয়, মাথা ঝিমঝিম করে, এই পরিস্থিতি হলে সেই দিনটা জিম থেকে ছুটি নিয়ে নিন। চোট-আঘাত লাগার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

৫) বুকে ব্যথা, হাতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখলে সেই দিন জিমে যাবেন না। এ ছাড়া, নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে, মাথা ভার হয়ে আছে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে এমন সমস্যা হলেই সতর্ক হোন। সেই দিন ভুলেও জিমে যাবেন না।

রাতে ঘুমোনোর আগে কেন কেশর দুধ খাবে

বিরিয়ানি হোক কিংবা ফিরনি রান্নার স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতে জাফরান বা কেশরের কোনও তুলনা নেই। সামান্য কেশর যে কোনও খাবারে এনে দিতে পারে বাদশাহি আমেজ। দাম অনেকটা বেশি হলেও এর চাহিদা কম নয়। শুধু স্বাদ নয়, কেশর পুষ্টিগুণেও ভরপুর।

রোজ রাতে গরম দুধে কেশর মিশিয়ে খেলে শরীর চাঙ্গা থাকে।

এ ছাড়া, রোজ কেশর চা খেলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। জেনে নিন রোজ নিয়ম করে কেশর খেলে কী লাভ হয় শরীরের।

১) ঋতুঃস্রাব চলাকালীন অনেকের পেটেই অসহ্য যন্ত্রণা হয়। এ ক্ষেত্রে কেশর চা দারুণ আরাম দেয়। দেহে হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করতেও এই পানীয় দারুণ উপকারী।

২) কেশর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট শরীর থেকে টক্সিন পদার্থগুলি বার করে দেয়। যখন জলে কেশর মিশিয়ে খাওয়া হয়, তখন পানীয়টি ত্বককে আর্দ্র রাখতে এবং ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ব্রণ, ত্বকের অন্যান্য সমস্যা থেকে দূরে রাখে।

৩) কেশর হল ক্রোসিন, সাফরানাল এবং পিক্রোক্রোসিনের মতো অ্যান্টি- অক্সিড্যান্টের একটি শক্তিশালী উত, যা অনিদ্রার মতো সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দিতে পারে। মানসিক ক্লান্তি দূর করতেও কেশরের তুলনা নেই।

৪) শরীরের বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এই পানীয়। আর বিপাকক্রিয়া বাড়লেই মেদ কম জমে। তাই পুজোর আগে ওজন কমাতে চাইলে রোজ কেশর চা খেতেই পারেন।

৫) ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোষগুলি ধ্বংস করতে কেশর ভীষণ উপকারী। এ ছাড়া, রক্তের শর্করা মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়াতেও এই পানীয়টির জবাব নেই।

বুধবার আগরতলায় মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আগে শহর পরিদর্শন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন: এনডিএ-র আসন বণ্টনের রূপরেখা প্রায় চূড়ান্ত, জেডিইউ পেতে পারে ১০২, বিজেপি ১০১ আসন

পটনা, ২৪ সেপ্টেম্বর: আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এনডিএ (জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট)-র আসন ভাগাভাগি নিয়ে প্রায় চূড়ান্ত ঐকমত্যে পৌঁছেছে বিজেপি ও জনতা দল (ইউনাইটেড)। সূত্রের খবর, বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জেডিইউ আসন বণ্টনের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে চলেছে। জানা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে জেডিইউ ১০২টি আসনে এবং বিজেপি ১০১টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে। এই সংখ্যার পেছনে নীতীশ কুমারের স্পষ্ট দাবি কাজ করেছে'বিজেপির চেয়ে অন্তত একটি আসন বেশি চাই।'

অন্যদিকে, চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) সম্ভবত ২০টি আসনে লড়াই করবে বলে সূত্রের দাবি।

২০২০ সালের নির্বাচনের তুলনায় এই বণ্টন কিছুটা পরিবর্তিত। তখন জেডিইউ ১১৫টি এবং বিজেপি ১১০টি আসনে লড়েছিল। এছাড়া ছোট মিত্রদলগুলোর মধ্যে জিতন রাম মাঁঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা পেয়েছিল ৭টি আসন এবং মুকেশ সাহনির বিকাশশীল ইনসান পার্টি পেয়েছিল ১১টি।

এদিকে, লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসওয়ান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'সম্মানজনক' আসন সংখ্যা ছাড়া তারা কোনওভাবেই মেনে নেবেন না, যদিও কত আসন হলে তা সম্মানজনক হবে, তা স্পষ্ট করেননি। বিজেপি সূত্রের খবর অনুযায়ী, পাসওয়ান ৪০টি আসনের দাবি তুলেছেন, কিন্তু এনডিএ সম্ভবত ২০টির বেশি ছাড়তে প্রস্তুত নয়।

এই আসন বণ্টন প্রক্রিয়া ফের প্রমাণ করছে যে, এনডিএ-র বিহার কৌশলে জেডিইউ-বিজেপি জোট এখনও কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মাঝেমধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও, রাজ্যের নির্বাচনী অঙ্কে একে অপরের বিকল্প নয় বিজেপি ও জেডিইউ।

এনডিএ-র প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিজেপি আগামী ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বিহারের সব জেলার নেতাদের নিয়ে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবে। বৈঠকে রাজ্য সভাপতি দিলীপ জৈসওয়াল সংগঠনের অভ্যন্তরীণ অবস্থান বুঝে নেবেন এবং কোন আসনগুলি ছোট দলগুলো ছাড়তে রাজি নয়, সে সম্পর্কেও ধারণা নেবেন।

সরকারি স্তরে এনডিএ শরিকদের মধ্যে আসন বণ্টনের আলোচনা শুরু হবে অক্টোবর ৩-এর পর। সূত্রের দাবি, প্রথমে বড় দলগুলোর মধ্যে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হবে, তারপর ছোট শরিকদের নিয়ে আলোচনা হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অস্বীকার করল ট্রাম্পের গর্ভাবস্থায় প্যারাসিটামল ও অটিজম সম্পর্কিত দাবি

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গর্ভাবস্থায় প্যারাসিটামল গ্রহণের কারণে অটিজমের সম্ভাবনা বৃদ্ধির দাবি উড়িয়ে দিয়েছে।

সপ্তাহের শুরুতে হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প গর্ভবতী মহিলাদের অ্যাসিটামিনোফেন (প্যারাসিটামলের সক্রিয় উপাদান) গ্রহণ এড়াতে "সহ্য করার পরামর্শ" দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র "অত্যন্ত উচ্চ জ্বর" থাকলে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত এবং এর অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতিকর হতে পারে।

ডব্লিউএইচও'র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বর্তমানে গর্ভাবস্থায় অ্যাসিটামিনোফেন ব্যবহারের সঙ্গে অটিজমের কোনো সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংযোগ পাওয়া যায়নি।" গত দশকে অনেক বড় বড় গবেষণায় এই বিষয়ে কোনো সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল না পাওয়া গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অ্যাসিটামিনোফেন গর্ভবতী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওভার-দ্য-কাউন্টার ঔষধ, যা যন্ত্রণা, মাথাব্যথা বা জ্বরের জন্য নেওয়া হয়। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ও স্বাস্থ্য সংস্থা এখনও এটিকে নিরাপদ বলে বিবেচনা করছে।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬২ মিলিয়ন মানুষ অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে ভুগছে, তবে এর সঠিক কারণ এখনও নির্ধারিত হয়নি। একাধিক কারণ জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করা হয়।

ডব্লিউএইচও গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং জনমতের ভিত্তিতে ওষুধ ব্যবহার এড়াতে বলেছে। পাশাপাশি টিকাদানের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে সংস্থাটি সতর্ক করেছে যে, ভ্যাকসিনের ব্যাঘাত শিশু ও সমাজের জন্য বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

এই বিবৃতির মাধ্যমে ডব্লিউএইচও গর্ভাবস্থায় প্যারাসিটামল গ্রহণ সংক্রান্ত বিতর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তুলে ধরেছে এবং জনসাধারণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER

Subject:- Annual Maintenance Contract of Computers & it's peripherals for the year 2025-26

installed at Amarpur Court Complex, Gomati District.

Sealed fresh tenders / quotations are invited from the recognized service provider for Comprehensive Annual Maintenance Contract for Computers and it's peripherals for the year 2025-26 installed in the Court Complex of Sub-Divisional Judicial Magistrate-cum-Civil Judge (Jr. Div), Amarpur, Gomati District as per terms & conditions vide this office notice No.F.23(1)-DJ/G/UDP/E-COURT/2025/12322-27, dated 19th September, 2025. For details visit our official website address below:

https://gomatitrp.dcourts.gov.in/notice-category/tenders/

The quotations should reach this office positively by 15:00 hours of 18th October,

(S. Debnath)
I/C District & Sessions Judge
Gomati District, Udaipur

ICA/C-2416/25

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 18/EE-IED/AMB/ 2025-26 Dated: 22/09/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

Sl No.	DNIeT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline For Online Bidding	Date of Opening
1	ACE/PU/ PWD(B)/2025-26/DNIT/08	45,85,240.00	91,705.00	On 07/10/ 2025 Upto 17.00 Hrs	On 08/10/ 2025 At 10.00 Hrs
2	43/EE-IED/ AMB/2025-26	1,95,241.00	3,905.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of Governor of Tripura.

(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

ICA/C-2421/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE-V/AGT/ PWD/2025-26, Dt: 22/09/2025.

The Executive Engineer, Agartala Division No. V, PWD(R&B). Agartala, West Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 PM. on 10/10/2025 for the following work:

Sl No.	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	83/SE-II/ PWD(R&B)/2025-26	96,69,518.00	1,93,390.00	120 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura

ICA/C-2423/25

পরবর্তী পাঁচ বছরে ৫৫০ গিগাওয়াট ক্লিন এনার্জির লক্ষ্যে ভারত: পীযূষ গোয়েল

নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর: ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে ভারতের ক্লিন এনার্জি খাতে ব্যাপক বিস্তার ঘটানোর জন্য এটি এক "সুবর্ণ সুযোগ"। নিউ ইয়র্কে ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরামের এক আলোচনাসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের ২৫০ গিগাওয়াটেরও বেশি পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে এবং সরকার এই ক্ষমতা ৫৫০ গিগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে।

মন্ত্রী গোয়েল আরও বলেন, ভারতের শক্তি নিরাপত্তা পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে চলেছে। এর ফলে ভারতের জন্য জ্বালানি সরবরাহ আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল হবে এবং এই অংশীদারত্ব কেবল জ্বালানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে নাবিস্তৃতি ঘটবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

তিনি বলেন, "ভারত একটি বড় এনার্জি বাজার। আমরা বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি আমদানি করি। সেজন্য, শক্তি নিরাপত্তার মতো খাতে দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।" তিনি আশাবাদী যে, আগামী বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের জ্বালানি পণ্য বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কনসুলেট জেনারেল-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গোয়েল বলেন, "ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রাকৃতিক অংশীদার হওয়ায়, আমাদের শক্তি নিরাপত্তা পরিকল্পনায় মার্কিন সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এর ফলে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে জ্বালানি পাওয়া যাবে, যা আমাদের একাধিক ক্ষেত্রে সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।"

পীযূষ গোয়েল জানান, পারমাণবিক শক্তিও এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করতে পারে। দুই দেশের নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় এক নতুন অধ্যায় শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, "ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এমন এক কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে ভূরাজনীতির চাপে শক্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।"

গোয়েল এদিন সতর্ক করেন, 'সবুজ প্রোটেকশনিজম এমন এক ফাঁদ, যেখানে কেউ মাথা গুঁজে বসে থাকলে তার জন্য বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়বে।' তাঁর মতে, বিশ্বব্যাপী কার্বন নিরপেক্ষতার লক্ষ্য অর্জনে উন্মুক্ত ও সহযোগিতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণযোগ্য পথ।

এই সফরে গোয়েল একটি উচ্চপর্যায়ের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার উদ্দেশ্য হল ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির দ্রুত সমাপ্তি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিব পঙ্কজ জৈন, ইউএসআইএসপিএফ-র প্রেসিডেন্ট মুকেশ আঘি, রিনিউ-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা বৈশালী নিগম সিনহা এবং চেয়ারম্যান ও সিইও সুমন্ত সিনহা।নবরাত্রির শুরু উপলক্ষে পীযূষ গোয়েল বলেন, "এই দিনটি শুভ সূচনার প্রতীক। বিশ্বাস করা হয়, আজ থেকে পরিস্থিতি আরও ভালোর দিকে মোড় নেয়।"

বিজ্ঞপ্তি

শারদ সম্মান - ২০২৫

ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গোৎসব — ২০২৫ অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নিম্নলিখিত ৫টি বিভাগে এবং অন্যান্য জেলায় ৪টি বিভাগে ক্লাব/পুজো কমিটিগুলিকে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

ক্রমিক নং	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ক্লাব/পুজোর কমিটির জন্য নির্ধারিত বিভাগ/বিষয়	অন্যান্য ৭টি জেলার ক্লাব/পুজো কমিটির জন্য নির্ধারিত বিভাগ/বিষয়
১	শ্রেষ্ঠ প্রতিমা	শ্রেষ্ঠ প্রতিমা
২	শ্রেষ্ঠ থিম সম্বলিত পুজো	শ্রেষ্ঠ থিম সম্বলিত পুজো
৩	শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বান্ধব পুজো	শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বান্ধব পুজো
৪	শ্রেষ্ঠ মন্ডপ সজ্জা	শ্রেষ্ঠ মন্ডপ সজ্জা
৫	বড় বাজেটে শ্রেষ্ঠ পুজো (সামগ্রিক বিষয়)	

নিয়মাবলী:

কেন্দ্রীয়ভাবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ক্লাব/পুজো কমিটিগুলিকে উপরে দেওয়া নির্ধারিত ৫ টি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

পশ্চিম জেলা ব্যতীত অন্যান্য ৭টি জেলায় উপরে উল্লেখিত ৪ টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী ক্লাব/পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে মনোনীত নির্বাচকমন্ডলী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন ক্লাব/পুজো কমিটির পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্লাব/পুজো কমিটিগুলিকে নির্বাচন করবেন।

অন্যান্য ৭টি জেলায় জেলাভিত্তিক নির্বাচকমন্ডলী সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন ক্লাব/পুজো কমিটির পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্লাব/পুজো নির্বাচন করবেন।

শারদ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় ভাবে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে এবং এই অনুষ্ঠানে সমস্ত নির্বাচিত ক্লাব/পুজো কমিটিগুলিকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত শারদ সম্মান-২০২৫ এবং মায়ের গমন (কার্নিভাল)২০২৫-এ পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিমা, মন্ডপ সজ্জা, সৃজনশীল শিল্প ও চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থানীয় ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ, স্মরনিকা প্রকাশ, শৃঙ্খলা বজায়ে ভূমিকা, সামাজিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি, পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি শব্দ দূষণকারী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং বাজি পোড়ানো থেকে বিরত থাকা দুর্গাপূজা কমিটি/ সংস্থা গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

ICA/D-1031/25

২০২৬ এশিয়ান গেমস ও অন্যান্য বহু-খেলাধুলা প্রতিযোগিতার জন্য নতুন নির্বাচন নীতি ঘোষণা করল ক্রীড়ামন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ২০২৬ এশিয়ান গেমস এবং অন্যান্য বহু-খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রক বুধবার একটি নতুন নির্বাচন নীতি ঘোষণা করেছে, যার মূল লক্ষ্যশুধুমাত্র পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এমন ক্রীড়াবিদ ও দলগুলিকে ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করা।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নতুন নির্বাচন কাঠামো পরিমাপযোগ্য ও অপরিমাপযোগ্য ক্রীড়া ইভেন্টের জন্য স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিচ্ছে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার বজায় থাকে।

যেসব ইভেন্টে ক্রীড়াপারফরম্যান্স পরিমাপযোগ্য (যেমন অ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি), সেখানে ২০২৬ এশিয়ান গেমসের আগে ১২ মাসের মধ্যে, আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অনুমোদিত প্রতিযোগিতায়, ক্রীড়াবিদকে গতবারের এশিয়ান গেমসের ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর পারফরম্যান্সের সমান বা তার চেয়ে ভালো ফল করতে হবে। যদি ওই ইভেন্ট পূর্ববর্তী গেমসে না থাকে, তবে সিনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফল বিবেচনা করা হবে।

যেসব খেলায় পারফরম্যান্স নির্ধারণ সংখ্যায় সম্ভব নয় (যেমন বক্সিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি), সেক্ষেত্রে গত এক বছরে অনুষ্ঠিত সিনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ ছয়ের মধ্যে থাকতে হবে, অথবা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ ছয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনে সমমানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল ধরা হবে।

হকি, ফুটবল, রিলে বা ডাবলস ধরনের দলগত ইভেন্টের জন্য শর্ত হলদলকে সিনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ আটে থাকতে হবে, অথবা আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ আটে থাকতে হবে। যদি র‍্যাঙ্কিং বা চ্যাম্পিয়নশিপ না থাকে, তবে সমতুল্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিবেচনা করা হবে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের ভিত্তিতে কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে শুধুমাত্র অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে না, যদি পদক জয়ের সম্ভাবনা না থাকে। নিম্নমানের বা অনিয়মিতভাবে আয়োজিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলে, সেই চেষ্টাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে বলেও মন্ত্রক সতর্ক করেছে।

এছাড়াও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র সরকারি ব্যয়ে অনুমোদিত ক্রীড়াবিদ, কোচ ও সহায়ক কর্মীরাই ভারতীয় দলের অংশ হবেন। কোনও অতিরিক্ত অংশগ্রহণকারীকে নিজ খরচে পাঠানোর সুযোগও দেওয়া হবে না।এই নতুন নীতিকে ক্রীড়া বিশ্লেষকরা ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। এর মাধ্যমে ফেডারেশনগুলোর উপর নজরদারি বৃদ্ধি, এবং পারফরম্যান্স ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউএনএইচআরসিতে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব কাশ্মীরের পরিবর্তে নিজের দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করুন পাকিস্তান

জেনেভা, ২৪ সেপ্টেম্বর: জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের ৬০তম অধিবেশনে ভারত কঠোর ভাষায় পাকিস্তানকে সমালোচনা করেছে। ভারতীয় কূটনীতিক ক্ষিতিজ ত্যাগী বলেন, পাকিস্তানকে কাশ্মীরের বদলে নিজের অর্থনীতি এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ভাবা উচিত। পাকিস্তান তাদের নিজ দেশের মানুষকেই বোমা মারে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চকে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করার জন্য ব্যবহার করছে। ক্ষিতিজ ত্যাগী বলেন, "একটি প্রতিনিধিদল যা এই ফোরামের উদ্দেশ্যের ঠিক উল্টো কাজ করে, তারা ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন এবং উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছে। তাদের উচিত ভারতীয় ভূখণ্ডের অবৈধ দখল থেকে সরে এসে নিজেদের সংকটময় অর্থনীতি এবং সামরিক আধিপত্যের নিচে দমিয়ে থাকা রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করা।"এই সমালোচনা আসে পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার একদিন পর, যারা খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের তিরাহ ভ্যালির মাতরে দারা গ্রামে সন্ত্রাসবাদী অভিযানে নিজেদের জনগণকে বোমাবর্ষণ করেছে। এই বিমান হামলায় অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে নারীরাও।

পাকিস্তানি বিমান বাহিনী চীন উৎপাদিত জ্বা-১৭ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে রাত ২টায় আটটি চীনের লেজার-নির্দেশিত জ্রছ-৬ বোমা গ্রামে ফেলে। হামলাটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, যারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে আগে থেকেই উদ্বিগ্ন ছিল। গত সপ্তাহে, প্রদেশের স্বাট উপত্যকার মিংগোরা শহরে হাজার হাজার মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রতিবাদ করেছে।

খাইবার পাখতুনখোয়া হলো পাকিস্তানের একটি পাহাড়ি ও দূরবর্তী অঞ্চল, যেখানে সন্ত্রাসবাদীদের লুকিয়ে থাকার স্থান রয়েছে। এটি একটি মূল যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে পাকিস্তানি সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
পি.এন কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তী
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

বিজ্ঞপ্তি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (Grade-IV of Tripura Health Service) পদে নিয়োগ প্রাপ্তদের অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০ টায় আগরতলা, প্রজ্ঞা ভবন, ১ নং হলে প্রদান করবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মালিক সাহা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। সকল নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে ঐদিন যথা সময়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করার ন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইতি

ধন্যবাদান্তে-
প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার
ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা,
ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-1035/25

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned hereby invites sealed item rate quotation from registered Traders/Suppliers/Distributors/Dealers/Co-operatives for "Supplying, Fitting & Fixing of Casing- and Commissioning of Network Capping pipes; Laying of Cables; Installation Equipments/Accessories for Local Area Network (LAN) Setup at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura under Minor works". The details of items, specification, terms & conditions and requisite documents can be downloaded from the website: www.tpikhumulwng.edu.in. Interested bidders may drop their bids in the Tender Box at the office of the Principal or may send their bids and offers to "The Principal, TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura" on all working days between 11:00 A.M. to 5:00 P.M. and latest by 14th October, 2025 upto 3:00 P.M. The quotations will be opened on the same day at 4:00 P.M., if possible, in presence of intending bidders. Quotations received after the due date and time will not be taken into consideration. The undersigned reserves the right to reject any quotation including the lowest one without assigning any reason thereof.

Sd/-
(Suraj Deb Barma)
Principal-in-charge
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, West Tripura

ICA/C-2429/25

জিএসটি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি নিজস্ব।

বড়পাথরীতে রেগুলেটেড মার্কেটের শুভ উদ্বোধন, কৃষকদের উন্নয়নে সরকারের নতুন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভা এলাকায় আজ উদ্বোধন হলো অত্যাধুনিক ত্রিতল বিশিষ্ট বড়পাথরী রেগুলেটেড মার্কেটের। প্রায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের কাজ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়।
এইদিন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে এবং মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় বাজারটির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী, জয়দেব সরকার, দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
এই নতুন রেগুলেটেড মার্কেটে মাছ-মাংস, সবজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একসাথে পাওয়া যাবে। স্থানীয় কৃষকদের জন্য এটি হবে ই-মার্কেট, যেখানে তারা নেট সংযোগের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য বাজারেও নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবেন।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, বর্তমানে রাজ্যে মোট ৫৫৪টি মার্কেট রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি হোলসেল মার্কেট এবং ২১টি এগ্রি প্রোডিউস মার্কেট। দক্ষিণ ত্রিপুরায় এই ধরনের তিনটি রেগুলেটেড মার্কেট রয়েছেজোলাইবাড়ির কলসি, শান্তিরবাজার এবং বড়পাথরী।
তিনি আরও জানান, বিগত সরকারের সাত বছরে কৃষি বাজেট ছিল প্রায় ২০ কোটি টাকা, সেখানে বর্তমান সরকারের সাত বছরে কৃষি বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটিরও বেশি। একইসাথে নতুন করে ১৪৪টি মার্কেট স্থাপন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী দুই প্রবীণ কৃষককে মঞ্চে বসিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান এবং কৃষকদের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান-২০২৫ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলিতে পালিত হল 'এক দিন, এক ঘন্টা, একসাথে' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ দুপুর ১২টায় ত্রিপুরার সমস্ত বিদ্যালয়ে পালিত হল 'এক দিন, এক ঘন্টা, একসাথে' কর্মসূচি। শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী এ বছরের স্বচ্ছতা হি সেবা (ছ্ছছ) অভিযান-২০২৫ এর মূল প্রতিপাদ্য 'স্বচ্ছোৎসব''। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ কর্মসূচি আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এবং মহাত্মা গান্ধীর জয়ন্তীতে স্বচ্ছ ভারত দিবস পালনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।
আজকের এই বিশেষ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির (ছ্পঞ্ছ) সদস্যরা বিদ্যালয় ও আশেপাশের পরিবেশে এক ঘন্টার নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আজকের কর্মসূচিতে রাজ্যের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, যা এক অভিনব নজির স্থাপন করেছে। প্রত্যেক জেলার বিদ্যালয় চত্বরে দেখা গেছে অসামান্য উৎসাহ ও আত্মনিবেদনের ছবি। শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়ে স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান-২০২৫ এর অন্তর্ভুক্ত এই ব্যাপক কর্মসূচি বিদ্যালয়গুলিকে কেবলমাত্র পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত করে তোলেনি, বরং সবার মধ্যে আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে পরিচ্ছন্নতা আমাদের সবার যৌথ দায়িত্ব। আজকের এই সফল উদ্যোগ ভারতের একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ নির্মাণে ত্রিপুরার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করল। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা: অমরপুরে সচেতনতামূলক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর,২৪ সেপ্টেম্বর: অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে আজ আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার বিষয়ে সচেতনতামূলক এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটির সূচনা করেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা। অনুষ্ঠানে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন বীণা রাণী পাল, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. প্রসেঞ্জিৎ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সচেতনতামূলক র‍্যালিটি মহকুমা হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মহকুমা হাসপাতালে এসে সমাপ্ত হয়। র‍্যালিতে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মীগণ অংশ গ্রহণ করেন।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা ও নিরবিচারে পরিষেবা নিশ্চিত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য চেয়ারম্যান হেমন্ত ভার্মা

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরির কাজ গ্রাহকরা যেন সঠিক সময়ে পরিষেবা পান সেটা নিশ্চিত করা। এককথায়, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা ও নিরবিচারে পরিষেবা নিশ্চিত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেন ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হেমন্ত ভার্মা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হেমন্ত ভার্মা জানান, তিনি দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ছত্তিশগড় রাজ্যের ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি, দিল্লির সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি, দিল্লি বিদ্যুৎ বোর্ড এবং বিসিএস রাজধানি পাওয়ার লিমিটেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ সংস্থায় উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।
তিনি বলেন, বিদ্যুৎ খাতে ৩৭ বছরেরও বেশি সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। এখন এই অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার মানুষের জন্য কাজে লাগাতে চাই। এই রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়াই আমার লক্ষ্য।
চেয়ারম্যান ভার্মা বলেন, বিদ্যুৎ রেগুলেটরির মূল দায়িত্ব শুধুমাত্র দপ্তরে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, বরং মাঠে নেমে, সাধারণ গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা ও চাহিদা বুঝে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। তিনি বলেন, আমি শুধু অফিসে বসে কাজ করব না। সময় পেলেই সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলব, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাগুলি জানব।
তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। বিতরণ সংস্থাগুলি সময়মতো পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হলে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি জানান, গ্রাহক যাতে ন্যায্য বিল পান, বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমে এবং পরিষেবায় স্বচ্ছতা থাকে সে দিকটিতে বিশেষ নজর দেবেন।

সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় ফরেনসিক প্রযুক্তিও ব্যবহারের জন্য রাজ্যপালের গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ মোকাবিলার জন্য গতানুগতিক তদন্ত পদ্ধতির সাথে আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। আজ আগরতলাস্থিত ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটিতে ''জ্জদ্রদ্রদ্রন্তুখইদ্রদ্রহুদ্র ঠত্র হুত্রনত্ম দ্র চদ্রন্তদ্রদ্রহুত্ব ছত্বক্ষ্ম ত্রদ্রত্বত্র খুদ্রত্ম ঙ্কাত্নত্র ছত্রত্বন্তুঠ'' সেমিনার এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ডিজিট্যালাইজেশন-এর সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমবর্ধমান সাইবার প্রতারণা ও অপরাধমূলক ঘটনার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দিচ্ছে।
প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে এবং নিজেদের ডিজিট্যাল ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখতে আধুনিক উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা থাকা এবং গ্রহণযোগ্যতা থাকা দরকার বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তিনি এব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেন। নিরাপদ ডিজিট্যাল ইকো-সিস্টেম তৈরী করতে এজাতীয় সেমিনার এর গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু এনএফএসইউ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন। তিনি একাডেমিক ব্লক, লাইব্রেরি, ইনস্ট্রুমেন্ট সেকশন ও অন্যান্য ল্যাবরেটোরিগুলিও পরিদর্শন করেন। এনএফএসইউ, আগরতলার ডাইরেক্টর ডা. এইচ কে প্রতিহার ও অন্যান্য শিক্ষকরা বিভিন্ন ল্যাবরেটোরির কার্যকারিতা সম্পর্কে রাজ্যপালকে ব্যাখ্যা করেন। পরে বোর্ড রুমে এক অডিও ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরায় এনএফএসইউ-এর ইতিহাস ও স্থায়ী ক্যাম্পাস, ত্রিপুরা পুলিশকে ফরেনসিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়। রাজ্যপাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে এনএফএসইউ ক্যাম্পাসে একটি বৃক্ষ রোপন করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় উইমেন্স কলেজে ৫৭তম এনএসএস দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো উইমেন্স কলেজে ৫৭তম এনএসএস দিবস। অনুষ্ঠানের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন কলেজের অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ড. নিবেদিতা ধর এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিচার্স কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি তাপসী দাস ও ড. লিলী দেববর্মা।
এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সুকান্ত সরকার, যিনি এনএসএস দিবসের তাৎপর্য্য তুলে ধরে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।
এনএসএস দিবসকে সামনে রেখে উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২রা সেপ্টেম্বর 'এককালীন প্লাস্টিকের অবসান'-এর লক্ষ্যে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন মুদি ও ঔষধের দোকানে স্বেচ্ছাসেবীরা হাতে তৈরি কাগজের ঠোঙা বিলি করে। ৫ই সেপ্টেম্বর নেশা বিরোধী প্রচারের অংশ হিসেবে শহরের জনবহুল এলাকায় দেয়াল পোস্টারিং করা হয়। এছাড়াও ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃদ্ধাশ্রমে বস্ত্র বিতরণ ও শুকনো খাবার প্রদান কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।
স্বেচ্ছাসেবীদের এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য।

আজ কার্নিভালের স্থল পরিদর্শন করলেন মেয়র সহ প্রশাসনিক আধিকারিকগণ

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: আগামী ৪ঠা অক্টোবর 'মায়ের গমন' শীর্ষক কার্নিভাল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে রাজধানীতে। আজ তুলসিবতী বিদ্যালয় সংলগ্ন কার্নিভালের স্থল পরিদর্শন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ প্রশাসনিক অধিকারিকগণ। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।
এদিনের এই পরিদর্শন সম্পর্কে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, আগামী ৪ঠা অক্টোবর কার্নিভাল-র দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করেই আজ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে কার্নিভাল স্থলটি পরিদর্শন করা হয়েছে। মূলত সবধরনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এদিনের পরির্দশন বলে জানিয়েছেন মেয়র। মূলত কোনোধরনের সমস্যা ছাড়াই নির্বিঘ্নে কার্নিভাল সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই এদিনের এই পরিদর্শন বলে জানিয়েছেন মেয়র।আগামী ২ অক্টোবর পুনরায় কার্নিভাল স্থল পরিদর্শন করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই চারটি দোকান, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস বিধায়কের

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই চারটি দোকান। গতকাল রাতে ধনপু বিধানসভার কাঁঠালিয়া আর ডি ব্লক অন্তর্গত নিদয়া বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের পরপর চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সকালে ছুটে গিয়েছেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ধনপু বিধানসভার কাঁঠালিয়া আর ডি ব্লক অন্তর্গত নিদয়া বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের কাজল কর, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, বাবুল কর এবং পার্থসারথি পালের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই বাজারের একটি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী। সাথে সাথে দোকানের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে। দমকল সহ উপস্থিত জনতার সহায়তায় দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের একাংশ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
আজ সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সমস্ত ক্ষতি পূরণের আশ্বাস দেন।

জিএসটি'র নয়া

● প্রথম পাতার পর

অর্থনৈতিক অবস্থা বাজে হবে এসব নানা ধরনের কথা বলেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা দেখলাম ভারতবর্ষের অর্থনীতি ১১তম স্থান থেকে এখন চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত গড়ে তোলার কথা বলছেন। তিনি টার্গেট দিয়েছেন ৩০ প্লাস ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা দেখা যাচ্ছে সেটাও পার হয়ে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে ২০৫০ বা তারপরে সারা পৃথিবীর মধ্যে অর্থনীতির দিক দিয়ে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে।

মদবিরোধী অভিযানে পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

এতে দুই পুলিশকর্মী আহত হন। পাশাপাশি অভিযানে ব্যবহৃত সরকারি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পাচারকালে প্রচুর ইয়াবা

● প্রথম পাতার পর

একটি একটি বাইক আটক করে। বাইক চালকের কাছ থেকপ তল্লাশি চালিয়ে ৮৩৮৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। সাথে বাইক, মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক আনুমানিক ৪০ লক্ষাধিক টাকা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতের নাম কমর উদ্দিন, বাড়ি আসামের বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত কাঁটালতলি গ্রামের বাঘন চার নম্বর ওয়ার্ডে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে

● প্রথম পাতার পর

বাজারে নমো ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ২০১৮ সালের পর থেকে ভারতে খেলাধুলার জগতে এক বিপ্লব এসেছে। ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়ের সংখ্যাও বেড়েছে। এটা আমাদের দেশের উন্নতির প্রতিফলন।
এদিন তিনি আরও বলেন, দেহ-মনকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা শরীরচর্চা করা প্রতিটি মানুষের উচিত। সুস্থ দেহ মানেই সুস্থ মন, এবং সুস্থ মনই পারে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

ছুটে এসে এক বৃদ্ধকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার ফলে বৃদ্ধ রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে জখম হন।
স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে তাঁকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত বৃদ্ধের নাম রোহিনী চাকমা (৭৫), তিনি কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত পাড়ার বাসিন্দা।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মনপথর ফাঁড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ট্রাকটি অতিরিক্ত যাত্রী বহন করছিল এবং বেপরোয়া গতিতে চলার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে।

জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যসভায়

● প্রথম পাতার পর

অতিরিক্ত দুইটি আসনের নির্বাচন একসাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
ভারত নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) জানিয়েছে, ভোটদান হবে দুই ধাঁচে। দুটি আসন পূরণ হবে নিয়মিত দ্বিবার্ষিক প্রক্রিয়ায়, অন্য দুটি আসন একযোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। বর্তমান ভোটগণিত অনুযায়ী, নিয়মিত প্রক্রিয়ায় এক আসন পেতে প্রয়োজন ৪৫ ভোট। আর একযোগে নির্বাচিত হওয়া দুটি আসনের ক্ষেত্রে জয়ের সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে ৩০ ভোটে।
বর্তমান বিধানসভায় আসন বিন্যাস হলো: ন্যাশনাল কনফারেন্স ৪১, কংগ্রেস ৬, সিপিআই(এম) ১, নির্দলীয় ৪। অন্যদিকে বিজেপির হাতে রয়েছে ২৮টি আসন, পিডিপি ৩, আম আদমি পার্টি ১, জম্মু কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্স ১ এবং অন্যান্য ৩ আসন যা শাসক জোট বা বিজেপিকোনও পক্ষের সাথেই নেই।
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যসভায় এবারকার এই নির্বাচন শুধু আসন দখলের প্রতিযোগিতা নয়, বরং আগামী দিনে জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমীকরণের দিকনির্দেশক হিসেবেও বিবেচিত হবে।

মোদীর প্রকল্পগুলির

● প্রথম পাতার পর

পুরনো দামের কী হবে, সে বিষয়েও সরকারের কোনও স্পষ্ট দিকনির্দেশ নেই।
স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে জিএসটি প্রত্যাহার নিয়েও প্রশ্ন তোলে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, বিমা কোম্পানিগুলি প্রিমিয়াম আদায় করলেও দাবি মেটাতে গড়িমসি করছে, ফলে গ্রাহকরা বাস্তবে কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, রাজ্যের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাগাতার বেড়ে চলেছে। শর্ষের তেল দুই মাস আগে ছিল লিটার প্রতি ১৬০-১৬৫ টাকা, বর্তমানে ২০০ টাকা। মসুর ডাল ১১৫ টাকা থেকে বেড়ে ১৪০ টাকা, চিনি ৪৮ টাকা থেকে বেড়ে ৫৫ টাকা হয়েছে। কংগ্রেস প্রশ্ন তোলে, যদি জিএসটি সত্যিই জনস্বার্থমূলক হয়ে থাকে, তাহলে আজ এই সংশোধনের প্রয়োজন পড়ল কেন?
কংগ্রেস নেতাদের দাবি, স্বয়ং নীতিন গড়কড়ি সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে দেশের দারিদ্র্যের হার ব্রিটিশ শাসনের চেয়েও বেড়ে গেছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বাড়ানোয়, দেশীয় কর্পোরেটদের সুবিধা দিতেই জিএসটি ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে কিনা, সেই নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে দল।
সাংবাদিক বৈঠকের শেষে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী মোদির শাসনকালে প্রমাণিত হয়েছে তিনি দেশের মাত্র এক শতাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। তিনি গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠতে পারেননি। তাই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় ও সৎ মানুষকে আহ্বান জানানো হয়দেশের সর্বনাশ ডেকে আনা নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

ভারতজুড়ে টানা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার একাধিক এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যান্য যে রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মধ্য মহারাষ্ট্র, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং উপকূল কর্ণাটক। আবহাওয়ার এমন চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াড়া অঞ্চলে। লাতুর, ধরাশিব ও হিঙ্গোলি জেলার একাধিক এলাকায় টানা তিনদিনের ভারী বৃষ্টিতে জলবন্দি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। লাতুরের পারান্দা তালুকের কাপিলাপুরি গ্রামে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় একটি পরিবারের ৯ জন সদস্য (যাদের মধ্যে একজন শিশু রয়েছে) আটকে পড়েন, এবং তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এছাড়াও ভাইজাপুরের পঞ্চশীল নগর এলাকায় একাধিক ঘরে জল ঢুকে পড়েছে, বহু মানুষ গৃহছাড়া হয়েছেন। স্থানীয় বিধায়ক রমেশ বোর্নারে এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে পুর প্রশাসনকে অবিলম্বে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসেব তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রাথমিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজ জোরকদমে চলছে। এলাকায় খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।
এই মুহূর্তে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে নিম্নচাপের প্রভাবে টানা বর্ষণের সম্ভাবনা থাকায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাগুলি কড়া নজরদারিতে রয়েছে এবং প্রয়োজনে উদ্ধার ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অন্যদিকে, রাজধানী দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত পরিষ্কার থাকবে বলে জানা গেছে। এসময়ে দিনের তাপমাত্রা ৩৩ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা ২৩ থেকে ২৫ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে। ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে এবং বাতাসের দিক পূর্বমুখী হবে। সামগ্রিকভাবে, দেশজুড়ে বৃষ্টির পরিস্থিতি আগামী সপ্তাহজুড়ে উদ্বেগজনক রূপ নিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে জলস্তর বেড়ে যাওয়া ও বন্যার আশঙ্কা রয়েছে নিচু এলাকাগুলিতে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মান্দাইয়ে বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

কমলকান্তি ত্রিপুরা সহ কয়েকজন। তাদের চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এরপর আজ এই ঘটনায় আহতদের খোঁজখবর নিতে জিবি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণ সঞ্চিত রয়েছে প্রতিটি কার্যকর্তার মধ্যে। তাদের উপর এধরনের আঘাত আমাদের সরকার কোনভাবেই বরদাস্ত করবে না। এই নিন্দনীয় ঘটনায় জড়িতদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা হবে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বিধানসভায় শরিক দল হয়েও তারা তাদের কথা বলেছে। এবার আমরাও আমাদের কথা বলবো। আইন আইনের কথা বলবে। পুলিশ পুলিশের কথা বলবে। কাউকে বিনা কারণে মারধোর করবে, সেটা তো হবে না। এধরণের রাজনীতি আমরা করছি না। ভারতীয় জনতা পার্টি ও আমাদের সরকার সবসময় শান্তিতে বিশ্বাস করে।
ডাঃ সাহা আরো বলেন, গতকালও মান্দাইয়ে আমাদের দলীয় অফিস আগুন দিয়ে পুড়ানো হয়েছে। এর পেছনে একটা চক্রান্ত রয়েছে এবং অনেক লোক এরমধ্যে যুক্ত রয়েছে। এই অবস্থায় আইন আইনের পথে চলবে। সরকারও সেই দিশায় কাজ করবে।
এদিকে, সাংবাদিক কমল কান্তি ত্রিপুরার উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ হেজামারায় তীব্র প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি।
উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর হেজামারায় কর্তব্যরত অবস্থায় তিপ্রা মথা আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতকারী সাংবাদিক কমল কান্তি ত্রিপুরার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। ঘটনার তিন দিন অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ এখনও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায় সাংবাদিক মহলে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।
এইদিন হেজামারা কমিউনিটি হলের সামনে খোয়াই-আগরতলা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটির সদস্যরা। তারা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান তোলেন এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র নিন্দা জানান। সোসাইটির পক্ষ থেকে পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে জানানো হয়এই সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক সৌরজিৎ পাল, সহ-সম্পাদক রণজিৎ দেববর্মা সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা। এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ফুলবাড়ি কান্দি

● প্রথম পাতার পর

এক বছর ধরে পঞ্চায়েত চলছিলো।
কিন্তু হঠাৎ করে কংগ্রেস দলের ছয় পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে ময়না মিয়া নামে এক পঞ্চায়েত সদস্য এবং সিপিআইএম দলের তিন পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিজেপি দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য মিলে মোট ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য বিগত সাত জুলাই ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপসানা বেগমের বিরুদ্ধে অনাস্থা জমা দেয়। প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থার খবর চাউর হতেই পরবর্তী সময়ে ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মোসাইদ আলীর বিরুদ্ধেও অনাস্থা জমা দেয় পঞ্চায়েত সদস্যরা। বিগত দুই মাস পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ প্রধান না থাকায় পঞ্চায়েত এলাকায় কোনো ধরনের উন্নয়ন মূলক কাজ হয়নি।
ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চব্বিশ সেপ্টেম্বর বুধবার ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের আস্থা ভোট পঞ্চায়েত অফিসে অনুস্তিত হয়েছে। সেই আস্থা ভোটে কংগ্রেস দলের ছয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিজেপি দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত থাকলেও সিপিআইএম দলের তিনজন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে তিনজনই অনুপস্থিত ছিলেন। আটজনের উপস্থিতিতে আস্থা ভোট শুরু হবার পর কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত সদস্যা রুপসানা বেগমকে প্রধান পদে কংগ্রেস দলের ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য হাত তোলে সমর্থন করার পাশাপাশি উপস্থিত বিজেপি দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্যও কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত সদস্যা রুপসানা বেগমকে প্রধান পদে হাত তোলে সমর্থন করে। পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মোসাইদ আলীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের ছয়জন এবং বিজেপি দলের দুইজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ উপস্থিত মোট আটজন পঞ্চায়েত সদস্যই ভোট দেয়। এরফলে সিপিআইএম দলের পঞ্চায়েত সদস্য মোসাইদ আলীর উপ প্রধান পদ খরিজ হয়ে যায়। এই সমস্ত খবর নিশ্চিত করেন ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব সৌম্যব্রত দেব।
তবে, বিশেষ এক সূত্র মোতাবেক জানা যায় যে, আগামী কিছু দিনের মধ্যে কংগ্রেস দলের সমর্থনে ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান বিজেপি দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য থেকে হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের মধ্যে চির শত্রুতা থাকার পরও কৈলাসহরের ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস এবং বিজেপি দল প্রকাশ্যে মিলে পঞ্চায়েত গঠন করায় কৈলাসহরে রাজনৈতিক পারদ চরম তুঙ্গে। বিশেষ করে, মোদি চুর, গদি ছোড় এই স্লোগানকে সামনে রেখে চলতি মাসের আঠারো সেপ্টেম্বর কৈলাসহর শহরে কংগ্রেস দলের প্রকাশ্য জনসভায় বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের এবং বিজেপি দলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছিলেন বিধায়ক বিরজিত সিনহা। আর এই জনসভার এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস এবং বিজেপি দল মিলে প্রধান নির্বাচিত করায় গোটা কৈলাসহরের মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে রুপসানা বেগম ফের প্রধান নির্বাচিত হবার পর দলীয় কর্মী সমর্থকরা রুপসানা বেগমের গলায় মালা পড়িয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় বিজয় মিছিল সংগঠিত করে।

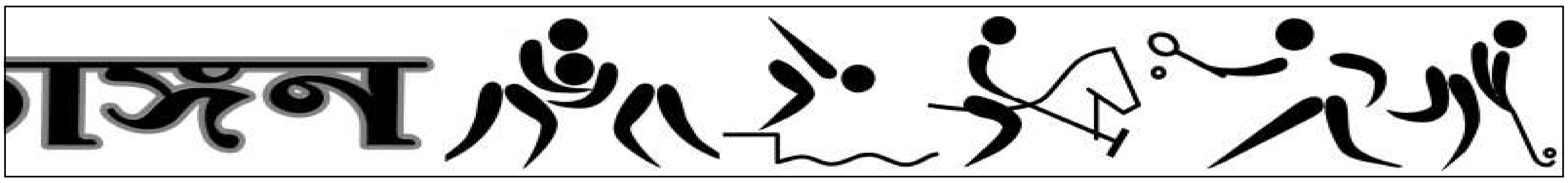

প্রত্যাশিতভাবেই হিমাচলকে হারিয়ে কেসিএ ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। প্রত্যাশিতভাবেই মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কেসিএ ক্রিকেটের ফাইনালে পৌঁছুলো। সেমিফাইনাল ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে ২ শতাধিক রানে লিড নিয়ে অনেকটা অ্যাডভান্টেজ ভূমিকায় ছিল। ফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছিল। ব্যাটিংয়ের প্র্যাকটিস চালিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন কে ব্যাট করার সুযোগ দেয়নি। কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অপর সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের ম্যাচটি মূলতঃ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে মধ্যপ্রদেশ ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে মধ্যপ্রদেশ প্রথম ইনিংসে ৪২৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে হিমাচল প্রদেশ ব্যাট করতে নেমে ২০৪ রানে তাদের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ২২১ রানে লিড নিয়েও মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে আজ চতুর্থ দিন তথা খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ছয় উইকেট হারিয়ে ৪১১ রান সংগ্রহ করে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে ফিটনেস ক্যাম্পে শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটাররা শিবিরে আজ রিপোর্ট করেছেন। অনূর্ধ ১৯ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে রাজ্যদল গঠনের জন্য ফিটনেস ক্যাম্পে ৪৪ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা আজ, বুধবার যথারীতি বেলা এগারোটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে রিপোর্ট করেছেন। অনূর্ধ ১৯ মহিলা দলের চিফ কোচ নারায়ণ চন্দ্র দেব, সহকারী কোচ রুমা দাস। ফিটনেস ক্যাম্পে সদরের ১৫ জন, বিশালগড়ের ৮ জন, মোহনপুরের পাঁচ জন, লংতরাইভ্যালি তিনজন, শান্তিরবাজারের চার জন, আমবাসার একজন, ধর্মনগরের একজন, উদয়পুরের তিনজন, আমবাসার একজন, কমলপুরের একজন, খোয়াইয়ের দুজন রয়েছেন। বাছাইকৃত ক্রিকেট হলো: গিয়া মন্ডল, অভিধা বর্ধন, অস্মিতা দেবনাথ, সায়ন্তিকা নম দাস, দেবর্ষিতা চৌধুরী, অন্তরাণী নোয়াতিয়া, অস্মিতা দাস, পূজা তপন দাস, মৌমিতা সাহা, মিষ্টু মালাকার, স্নেহা সরকার, সুস্মিতা তেলি, পারমিতা চক্রবর্তী, তানিয়া দেব, মধুমিতা সরকার, রুমা সরকার, ইন্দ্র বড়ুয়া, দীপিকা পাল, দীপা নম দাস, অমৃতা দাস, নাড়িয়া দেববর্মা, সাহিলি দেববর্মা, রেবিকা নোয়াতিয়া, আলিজা দেববর্মা, সুমি চক্রবর্তী, জয়িতা দেব, মুন্না সরকার, মোনালি শর্মা, সুবর্ণা ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, সুস্মিতা বসাক, প্রজ্ঞাতিকা চক্রবর্তী, তানিয়া ছেত্রী, তানিয়া শর্মা, এঞ্জেল পাল, অনুষ্কা শীল, অঙ্কিতা পাটারি, অনুভা পাল, অভিজ্ঞ বর্ধন, তৃষা দাস, স্নেহা দত্ত, রিয়া উজ্জ্বল দাস, তৃষা দেবনাথ, তৃষ্ণা ছেত্রী।

দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্দান্ত খেলে কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সম্মান রক্ষা করেছে আয়োজক দল। প্রথম ইনিংসে অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্দান্ত কাম ব্যাক করে কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ সরাসরি ৬ উইকেটে জয় ছিনিয়ে আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আলুর ওয়ান য তথা প্লাটিনাম ওভালে সেমিফাইনাল ম্যাচে গোয়া ক্রিকেটে এসোসিয়েশন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৩৮ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ ২৭৬ রানে ইনিংস শেষ করেছিলেন। ৬২ রানে লিড নিয়ে গোয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে কিছুটা ব্যাটিং ব্যর্থতায় অবতীর্ণ হয়। ২০২ রানে ইনিংস শেষ করলে কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ দুরন্ত ব্যাট চালিয়ে কামব্যাক এর সুযোগ পায়। অবশেষে ৬৬.৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়।

বিরাটের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সাড়া পাচ্ছেন না প্রধান নির্বাচক! অস্ট্রেলিয়ায় এক দিনের সিরিজে কি জায়গা হবে না কোহলির?

টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। এখন শুধু এক দিনের ক্রিকেটেই খেলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সে দেশের মাটিতে এক দিনের সিরিজ খেলার কথা রয়েছে তাঁর। তবে সেই সিরিজে কোহলি খেলবেন কি না তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর কোহলির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও সাড়া পাননি। ফলে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে কোহলিকে রাখা হবে কি না তা এখনও ঠিক নেই।কোহলি এই মুহূর্তে সপরিবার রয়েছেন লন্ডনে। সেখান থেকেই কিছু দিন আগে বোর্ডের ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের কথা ভেবে অনুশীলন শুরু করতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে নীল জার্সি গায়ে আবার কবে কোহলিকে দেখা যাবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। আইপিএলের পর থেকে কোনও ধরনের ক্রিকেট খেলেননি কোহলি। ক্সরেভস্পোর্টজক্স-এর খবর অনুযায়ী, বোর্ড চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে যে এক দিনের সিরিজ রয়েছে সেখানে তিনি খেলুন। কোহলি খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এক দিনের ক্রিকেট নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা কী, তা জানতে আগরকর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন কোহলির সঙ্গে। তবে কোহলির তরফ থেকে কোনও উত্তর এখনও আসেনি।শুধু কোহলি নয়, জল্পনা রয়েছে রোহিত শর্মাকে নিয়েও। রোহিতও আইপিএলের পর থেকে আর ক্রিকেট খেলেননি। অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধেও এক দিনের সিরিজে খেলতে চাননি। তবে কিছু দিন আগে বোর্ডের উৎকর্ষকেন্দ্রে রোহিতের জিম করার ছবি প্রকাশে আসে। সেখানে তিনি ব্যাটও করেছেন। তা ছাড়া তিনি দেশেই থাকায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। এখন দেখার, রোহিতকে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নেওয়া হয় কি না। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর কোহলি এবং রোহিত দু'জনেই সেই ফরম্যাটের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে দুই ক্রিকেটারের জায়গা পাওয়া নিয়ে জল্পনা চলছিল। কোহলি এবং রোহিত বুঝেছিলেন, তাঁদের দলে হয়তো নেওয়া হবে না বা দলে সুযোগ পেলেও হয়তো প্রথম একাদশে ঠাঁই পাবেন না। তাই সাত দিনের ব্যবধানে রোহিত এবং কোহলি দু'জনেই টেস্ট থেকে অবসর নেন। তবে ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে দু'জনেই এক দিনের ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যেতে চান। এখন দেখার, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হয় কি না।

'দাঁড়ান, ভারত তো এখনও ফাইনালেই ওঠেনি', বিতর্কে জড়ানো দুই সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে খোঁচা শাহিনের

ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্বের ম্যাচে প্ররোচনামূলক অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন হ্যারিস রউফ। পাক জোরে বোলার সমালোচিতও হয়েছেন সে জন্য। সতীর্থের সেই কাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন শাহিন আফ্রিদি।শুধু রউফই নন, সেই ম্যাচে আচরণের জন্য সমালোচিত হন পাক ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহানও। অর্ধশতরান করার পর ব্যাটকে বন্দুকের মতো ব্যবহার করে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন তিনি। এ সব নিয়ে প্রশ্ন করা হয় শাহিনকে। তিনি অবশ্য বিতর্কের কিছু দেখছেন না। বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়ার আগের দিন পাকিস্তানের জোরে বোলার বলেছেন, "আমাদের কাজ ক্রিকেট খেলা। সত্যি বলতে সকলেরই নিজের মতো করে উচ্ছ্বাস করার বা আবেগ প্রকাশের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের ভাবনাও আলাদা।" শাহিন আরও বলেছেন, "প্রত্যেকের আত্মসম্মান বোধ আলাদা। যে যার মতো করে ভাবে। তবে আমাদের সকলের প্রধান কাজ হল খেলা। আমরা এখানে এসেছি ত্রিদেশীয় সিরিজ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এখন আমাদের লক্ষ্য এশিয়া কাপ জেতা। ঈশ্বর চাইলে আমরা জিতব। আমরা সকলে শুধু নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।"এশিয়া কাপে ভারতের সঙ্গে দু'টি ম্যাচেই হেরেছে পাকিস্তান। ফাইনালে আবার ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে। আপনারা কতটা আত্মবিশ্বাসী? শাহিন কিছুটা খোঁচা দিয়ে বলেছেন, "দাঁড়ান, এখনও পর্যন্ত ভারত তো ফাইনালেই ওঠেনি। কাদের মধ্যে ফাইনাল হবে, সেটা আগে ঠিক হোক। আমরা এখানে এশিয়া কাপ জিততে এসেছি। ফাইনাল তো জিততেই হবে। আমরা যে কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলতে তৈরি। আমরা ভারতকেও হারাতে পারি।"কিন্তু বড় দলগুলির বিরুদ্ধে আপনাদের সাফল্য কোথায়? শাহিন বলেছেন, "এটা ঠিক, আমরা বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে জিততে পারিনি। কেউ বলতেই পারেন, আমরা র‍্যাঙ্কিংয়েও পিছিয়ে গিয়েছি। তবে বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে আমরা জেতার কথা ভেবেই খেলি। কোনও কোনও ম্যাচে জিতেওছি। যে বড় দলগুলোর সঙ্গে আমরা খেলেছি, প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়েছে।"শাহিন এখন অন্য দলগুলিকে নিয়ে ভাবতে চাইছেন না। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে দলকে তোলাই লক্ষ্য তাঁর। তার পর ফাইনালের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবতে চান।

বৈভব, অভিজ্ঞানের দাপটে জয়! এক ম্যাচ বাকি থাকতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে ভারতের

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দাপট দেখাচ্ছে ভারত। অনূর্ধ-১৯ এক দিনের সিরিজ জিতে নিল তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৫১ রানে হারাল ভারত। ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ ভারতের পকেটে। আরও এক বার ব্যাট হাতে নজর কাড়ল ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। ভাল খেললেন বিহান মলহোত্র ও অভিজ্ঞান কুন্ডুও।ব্রিসবেনের ইয়ান হিলি ওভালে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের ইনিংসের শুরুটা ভাল হয়নি। প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই শূন্য রানে আউট হন অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। আরও এক ম্যাচে রান পেলেন না তিনি। তবে অপর ওপেনার বৈভব ও তিন নম্বরে নামা বিহান ভারতকে খেলায় ফেরান।বিহারের ১৪ বছরের ছেলে বৈভব শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছিল। একের পর এক বড় শট মারছিল সে। বৈভবকে সঙ্গ দেন বিহান। তিনিও হাত খুলে খেলেন। দুই ব্যাটারের মধ্যে ১১৭ রানের জুটি হয়।শতরানের সুযোগ ছিল বৈভবের। কিন্তু সে নিজের রেকর্ডের জন্য খেলে না। তার খেলার ধরনটাই আক্রমণাত্মক। বড় শট খেলতে গিয়ে ৬৮ বলে ৭০ রান করে আউট হয় বৈভব। ৫ চার ও ৬ ছক্কা মারে সে। বিহান ৭৪ বলে ৭০ রান করেন। আগের ম্যাচে ভারতকে জিতিয়েছিলেন অভিজ্ঞান। এই ম্যাচেও একই রকম ছন্দে খেললেন তিনি। দ্রুত রান তুললেন। ৬৪ বলে ৭১ রান করলেন ভারতের উইকেটরক্ষক। তিনি আউট হওয়ার পর সমস্যায় পড়ে ভারতের ব্যাটিং। পুরো ৫০ ওভার খেলতে পারেনি ভারত। ৪৯.৪ ওভারে ৩০০ রানে অল আউট হয়ে যায় দল। তার মধ্যে ২১১ রান তিন ব্যাটারের।জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সমস্যায় পড়ে অস্ট্রেলিয়ার টপ ও মিডল অর্ডার। কেউ বড় রান করতে পারেননি। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। অধিনায়ক যশ দেশমুখও রান পাননি। ছ'নম্বরে নেমে লড়াই করেন জেইডেন ড্রেপার। ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। ভারতের বোলারদের বিরুদ্ধে হাত খুলে শট মারেন।৭২ বলে ১০৭ রানের ইনিংস খেলেন ড্রেপার। ৮ চার ও ৫ ছক্কা মারেন তিনি। কিন্তু তিনি একাই তো আর ম্যাচ জেতাতে পারবেন না। আরিয়ান শর্মা ছাড়া কেউ তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি। ৩৮ রান করেন আরিয়ান। তাঁরা আউট হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার জয়ের আর সুযোগ ছিল না। ৪৭.২ ওভারে ২৪৯ রানে অল আউট হয়ে যায় তারা। ৫১ রানে জেতে ভারত।ব্যাট হাতে রান না পেলেও বল হাতে নজর কেড়েছেন আয়ুষ। ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ভারতের ছোটদের দল যে ভাবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলছে তাতে স্বপ্ন দেখাচ্ছে তারা। তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই জিতে গিয়েছে তারা। এর পর রয়েছে দু'টি টেস্ট। এখন দেখার প্রথম দুই ম্যাচের ফর্ম শেষ এক দিনের ম্যাচ ও টেস্ট সিরিজে ভারত দেখাতে পারে কি না।

শুভমন-রউফের ঝগড়ার মাঝে হাজির রিঙ্কু! ভারত-পাক ম্যাচে না খেললেও মাঠে নেমে কী করলেন কেকেআরের ব্যাটার

গ্রুপ পর্বে তেমন কিছু না হলেও এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে উত্তাপ ছড়িয়েছে মাঠে। ব্যাট-বলের লড়াইয়ের পাশাপাশি কথার লড়াইও হয়েছে দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে। ম্যাচ চলাকালীন মাঠেই ঝগড়া হয় ভারতের শুভমন গিল ও পাকিস্তানের হ্যারিস রউফের মধ্যে। সেই ঝগড়ার মাঝে হাজির হন রিঙ্কু। প্রথম একাদশে না থাকলেও মাঠে নেমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৭২ রান তাড়া করতে নেমে ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেন অভিষেক শর্মা। শাহিনকে প্রথম বলেই ছক্কা মারেন তিনি। শাহিনও তাঁকে পাল্টা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর লাইন-লেংথ ঠিক হচ্ছিল না। পাওয়ার প্লে চলাকালীন বিতণ্ডা বাড়তে থাকে। তাতে ঢুকে পড়েন শুভমন ও রউফও। শাহিনের দ্বিতীয় ওভারে পর পর চার মারেন শুভমন। তার পর শাহিনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলেন তিনি। স্টাম্প মাইকে কথা ধরা পড়েনি। তবে শুভমনের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বোঝা গিয়েছে শাহিনকে তিনি বলেছেন, "যাও, বাউন্ডারি থেকে বল কুড়িয়ে আনো।"চতুর্থ ওভারে রউফের বলে বড় শট খেলেন শুভমন ও অভিষেক দু'জনেই। ভারতীয় ব্যাটারদের হাতে মার খেয়ে রউফ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি কিছু একটা বলেন। জবাব দেন শুভমন ও অভিষেকও। পিচের মধ্যেই ঝামেলা বেধে যায়। আম্পায়ার ক্রিকেটারদের সেখান থেকে সরতে বলেন। সেটি ছিল ওভারের শেষ বল। ফলে বিজ্ঞাপন দেখাতে শুরু করে সম্প্রচারকারী চ্যানেল। তার পরে কী ঘটেছিল তারই একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, আম্পায়ার ক্রিকেটারদের সরানোর চেষ্টা করলেও তাঁরা কথা-কাটাকাটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই জল হাতে মাঠে ঢোকেন রিঙ্কু। তিনি সোজা শুভমনের দিকে দৌড়ে যান। শুভমনকে হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে যান কেকেআরের ক্রিকেটার। তার পরে অভিষেক ও শুভমনকে কিছু বোঝাচ্ছিলেন তিনি। হতে পারে ডাগ আউট থেকে তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই নির্দেশই দুই সতীর্থকে বুঝিয়ে বলছিলেন রিঙ্কু। তাতে কাজও হয়। কারণ, তার পর আর ভারতীয় ব্যাটারেরা মুখের লড়াই করেননি। ব্যাটে জবাব দিয়েছেন তাঁরা।

ব্যর্থ রাহুল-জুরেল-নীতীশেরা, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাকফুটে ভারত, আশা দেখাচ্ছেন সিরাজেরা

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে কোণঠাসা ভারতীয় 'এ' দল। বুধবার অস্ট্রেলীয়দের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪২০ রানে। জবাবে ধ্রুব জুরেলের দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছে ১৯৪ রানে। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান ৩ উইকেটে ১৬।ভারতীয় ব্যাটারেরা দলকে ব্যাকফুটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বোলারেরা পাল্টা লড়াইয়ে দলকে কিছুটা ভাল জায়গায় নিয়ে এলেন দিনের শেষে। সাই সুদর্শন এবং নারায়ণ জগদীশন ছাড়া ভারতের আর কেউই রান পেলেন না লখনউয়ের ২২ গজে। লোকেশ রাহুল ওপেন করতে নেমে করেন ১১ রান। অন্য ওপেনার জগদীশন করেন ৩৮। তবে ভারতের হয়ে লড়াই করলেন মূলত সুদর্শনই। গত ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট অভিষেক হওয়া সুদর্শন ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন তিন নম্বরে নেমে। তিনি করেন ৭৫। মারেন ৬টি চার এবং ১টি ছয়। চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারতের মিডল অর্ডার। পর পর আউট হন দেবদত্ত পাড়িক্কল (১), জুরেল (১), নীতীশ কুমার রেড্ডি (১)। মানব সুতার শূন্য রানে আউট হন। ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যেই কিছুটা লড়াই করেন আয়ুষ বাদোনি (২১) এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ (১৬)। মহম্মদ সিরাজও (১) কিছু করতে পারলেন না ব্যাট হাতে। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোয় ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৫২.৫ ওভারে। অস্ট্রেলিয়ার হেনরি থ্রনটন ৩৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ৪৮ রানে ২ উইকেট টড মারফির। ১টি করে উইকেট উইল সাদারল্যান্ড, কুপার কোনোলি এবং কোরি রোচিচিওলির।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪২০ রানে। মঙ্গলবার তাদের রান ছিল ৯ উইকেটে ৩৫০। দশম উইকেটে ৯১ রান যোগ করেন মারফি এবং থ্রনটন। মারফি ৭৬ রান করে আউট হন গুরনুর ব্রার বলে। থ্রনটন অপরাজিত থাকেন ৩২ রান করে। ব্যাটের পর বল হাতেও ভারতীয়দের ভুগিয়েছেন এই দুই অস্ট্রেলীয়।দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা অবশ্য ভাল করতে পারেননি সফরকারীরা। ২২৬ রানে পিছিয়ে থাকা দলকে কিছুটা অক্সিজেন দিয়েছেন বোলারেরা। দ্বিতীয় দিনের শেষ অর্ধে অস্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেট তুলে নিয়েছেন সিরাজেরা। রান পাননি দুই ওপেনার স্যাম কনস্টাস (৩), ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে (০) এবং চার নম্বরে নামা অলিভার পিক (১)। দ্বিতীয় দিনের শেষে ১১ রানে অপরাজিত রয়েছেন অধিনায়ক নাথান ম্যাকসুইনি। অস্ট্রেলীয়েরা ২৪২ রানে এগিয়ে রয়েছেন। সিরাজ ৬ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। ৯ রানে ১ উইকেট ব্রারের। কোনও রান খরচ না করে ১ উইকেট নিয়েছেন সুতার। ম্যাচের এখনও বাকি দু'দিন।

পাকিস্তানকে হারিয়ে সুখবর পেলেন অভিষেক! ভাল খবর ভারতের আরও দুই ব্যাটার তিলক, সূর্যের জন্যও

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখাচ্ছেন ভারতের ব্যাটারেরা। এশিয়া কাপের মাঝে ভাল খবর ভারতের তিন ক্রিকেটারের জন্য। পাকিস্তানকে হারানোর পর সুখবর পেলেন অভিষেক শর্মা, সূর্যকুমার যাদব ও তিলক বর্মা। আইসিসি ক্রমতালিকায় প্রথম ছ'য়ে ভারতের তিন ব্যাটার।আইসিসি-র টি২০ ক্রমতালিকায় শীর্ষেই ছিলেন অভিষেক। সেখানেই রয়েছেন তিনি। তাঁর পয়েন্ট আরও বেড়েছে। এখন ৯০৭ রেটিং পয়েন্ট ভারতীয় ওপেনারের। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৯ বলে ৭৪ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন তিনি। চলতি এশিয়া কাপে সর্বাধিক রান তাঁর। চার ম্যাচে ৪৩.২৫ গড় ও ২০৮.৪৩ স্ট্রাইক রেটে ১৭৩ রান করেছেন তিনি। ফলে আইসিসি ক্রমতালিকায় আরও ভাল জায়গায় উঠেছেন অভিষেক। ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় তিন নম্বরে উঠেছেন তিলক। চলতি এশিয়া কাপে তিনিও ছন্দে রয়েছেন। প্রতি ম্যাচে রান করছেন।পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি। ভাল খেলায় চার থেকে তিন নম্বরে উঠেছেন তিলক। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৯১। নীচে নেমেছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শূন্য রানে ফিরলেও ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে সূর্যকুমারের। সাত থেকে ছ'নম্বরে উঠেছেন ভারতের অধিনায়ক। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭২৯। প্রথম দশে ভারতের এই তিন ব্যাটার রয়েছেন। এশিয়া কাপে ভাল ছন্দে রয়েছে ভারত।গ্রুপ পর্ব ও সুপার ফোর মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে সবগুলিই জিতেছে তারা। পাকিস্তানকে দু'বার হারিয়েছেন সূর্যেরা। বুধবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। এই ম্যাচ জিতলেই এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে যাবে তারা। সেই ম্যাচের আগে ভাল খবর পেলেন ভারতের তিন ব্যাটার।

কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল, তিন দিনে দু'বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হল লাল-হলুদ!

আবার কলকাতা লিগ জিতল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার নিজেদের মাঠে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে হারিয়ে দিল ইউনাইটেড স্পোর্টসকে। গত বার লিগ জেতার পর এ বার সেটা ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল। সব মিলিয়ে ৪১তম লিগ খেতাব জিতল তারা। এ দিন লিগ জেতার জন্য ড্র করলেই চলত ইস্টবেঙ্গলের। তবে তিন পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত থেকেই লিগ জিতল তারা।এ দিন ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই আইএফএ-র তরফে গত বারের কলকাতা লিগের ট্রফি তুলে দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলের হাতে। কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ট্রফি তুলে দেন। কলকাতা হাই কোর্ট শুক্রবারই জানিয়েছিল, গত বারের লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের নাম ঘোষণা করতে বাধা নেই। শনিবার আইএফএ-র লিগ কমিটির বৈঠকের পর ইস্টবেঙ্গলকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গত বারের লিগের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দেওয়া হয়। শনিবারের পর সোমবার, অর্থাৎ তিন দিনের ব্যবধানে দু'বার কলকাতা লিগ জিতল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলকে এ দিন ড্র করলেই চলত। তবে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ড্র করার চিন্তা মাথায় নিয়ে নামেইনি ইস্টবেঙ্গল। শুরু থেকেই ভাল খেলতে থাকে। আগ্রাসী খেলতে থাকেন লাল-হলুদ ফুটবলারেরা। গোল পেতে অবশ্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ডেভিড লালানসাঙ্গা প্রথমার্ধে এগিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলকে। তার মাঝে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করেছেন ইস্টবেঙ্গলের ডেভিড, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। ইউনাইটেডের গোলকিপার অঙ্কন ভাল কিছু সেভ করেন।দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধ করার মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে ইউনাইটেড। তাদের খেলায় বাড়তি উদ্যমও দেখা যায়। উল্টো দিকে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের মনে হচ্ছিল তারা যেন একটু আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। লাল-হলুদের খেলার মধ্যে সেই ঝাঁজও দেখা যাচ্ছিল না। নির্ধারিত সময়ের শেষের দিকে গোল শোধও করে দেয় ইউনাইটেড। ৮৮ মিনিটে গোল করে তারা। গোল হজম করেই যেন আত্মসম্মানে ধাক্কা লাগে ইস্টবেঙ্গলের। পরের মিনিটেই আবার এগিয়ে যায় তারা। গোল করেন শ্যামল বেসরা। সেই গোল আর শোধ করতে পারেনি ইউনাইটেড।রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পরেই মাঠে ঢুকে পড়েন রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা কোচ এবং ফুটবলারেরা। গ্যালারির দিকে জ্বলে ওঠে মশাল। তিন দিনের ব্যবধানে দু'বার লিগ জেতার উৎসবে মাতে লাল-হলুদ জনতা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

৭ বছরে কৃষি বাজার উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে ৩০৩ কোটি ঃ কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, কৃষকদের কল্যাণ ও তাদের যথাযথ সম্মান প্রদানের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ রাজনগর বিধানসভা অন্তর্গত বড়পাথরীতে কৃষি পণ্য বাজারের নবনির্মিত বাজার ভবনের উদ্বোধনকালে এই কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, এখন কৃষকদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হচ্ছে এবং তারা তাদের পণ্যের জন্য প্রকৃত মূল্য পাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন বর্তমানে আমাদের ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে, যার মধ্যে ৮৪টি পাইকারি বাজার এবং ২১টি কৃষি উৎপাদন বাজার। দক্ষিণ জেলায় তিনটি কৃষি উৎপাদন বাজার রয়েছেবড়পাথরী, কলসি এবং শান্তিরবাজার। গত সাত বছরে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে ২০ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, আর আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই সাত বছরে ৩০৩ কোটি টাকা খরচ করেছি কৃষি বাজার উন্নয়নে। মোট ১৪৪টি বাজার স্থাপিত হয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে, এখানে কোন বাজার নেই। এটাই 'সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস'। এই ২১টি কৃষি উৎপাদন বাজারকে ই-নাম প্ল্যাটফর্মে আনা হবে। কৃষকরা তাদের পণ্য বাজারে রেখে অনলাইনে বিক্রি করতে পারবেন এবং যথাযথ মূল্য পাবেন। আমাদের আরও উন্নয়ন করতে হবে।

মন্ত্রী আরও জানান, এই ২১টি বাজারের মধ্যে প্রায় ৭টি বাজার ইতিমধ্যেই ই-নাম প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমনপানিসাগর, পাবিয়াছড়া, কুলাই, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, সোনামুরা এবং শান্তিরবাজার। বড়পাথরী, দসদা, কল্যাণপুর, বাছাইবাড়ি, চম্পকনগর, বিশালগড়, জম্পুইজলা, মেলাঘর, নতুন বাজার, গন্ডা তুইসা , ছামনু এবং গরজি বাজারে কাজ চলমান রয়েছে।

তিনি জানান আগে কৃষকদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হতো না, কিন্তু এখন তা হচ্ছে। যদি আমাদের কৃষক না থাকতেন, আমরা কি খাদ্য পেতাম? কৃষকরা যেন ঈশ্বর। তাই আমরা তাদের সম্মান ও গুরুত্ব দিচ্ছি। আগে আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, এবং বিদেশ থেকে শস্য আমদানি করতে হতো। কিন্তু এখন ভারত ধানের উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আমরা ধান রফতানি করতে পারি, এবং এটি সম্ভব হচ্ছে কৃষকদের কারণে। কৃষি ও কৃষকই রাজ্য ও দেশের ভিত্তি। আগে মানুষদের বাড়ি দেয়া হতো না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানে সবাইকে ঘর দেওয়া হয়েছে। এটাই 'সবার সঙ্গে, সবার জন্য উন্নয়ন', পানীয় জলের সুবিধাসহ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়িকা স্বপনা মজুমদার, সভাধিপতি দীপক দত্ত এবং অন্যান্যরা।

মান্দাই মন্ডল কার্যালয়ে হামলা বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার সন্ধ্যার অন্ধকারে মান্দাই মন্ডল কার্য়ালয়ে সংঘটিত এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে জেলা বিজেপি। মান্দাই মন্ডল কার্য়ালয়ে সংঘটিত এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে জেলা বিজেপি। ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা'র ছবি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং দলীয় পতাকা ও অফিসের নথিপত্র ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার মন্ডল কার্য়ালয়ের উদ্যোগে মান্দাই বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে মান্দাই থানায় একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিজেপি প্রদেশ জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা এবং অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দ।বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এক সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "বিজেপির পার্টি অফিসে এধরনের আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষত দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি পুড়িয়ে দেওয়া নিন্দনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য। রাতে অন্ধকারে কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এভাবে হামলা চালায়এর মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যে কিছু শত্রুপক্ষ জনগণের উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করতে চায়।" তিনি আরও বলেন, "জনগণের স্বার্থে পরিচালিত উন্নয়নমূলক সরকারের ভাবনাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করা হচ্ছে; এমন দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"মন্ত্রী আরও স্পষ্টভাবে জানান, "মাঠে নেমে জনগণের কাছে আমাদের জবাব থাকবে এবং যারা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"এ ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় নিরাপত্তা জোরদার এবং নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা ও জনস্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রম অবিলম্বে শুরু করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারের পর্য্যায়ে বর্তমানে বিষয়টি নজরে আনা হয়েছে এবং তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া মাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ত্রিপুরার পর্যটন উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বৈঠকে তিনি রাজ্যের চলমান বিভিন্ন পর্যটন প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অবহিত করেন। পাশাপাশি নতুন কিছু প্রকল্প এগিয়ে নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ত্রিপুরার পর্যটন খাতের সম্ভাবনাকে প্রশংসা করেন, পাশাপাশি পর্যটনের উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে। এদিনের বৈঠকে পর্যটন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা নেশার স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে : আমরা বাঙালি

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরা নেশার স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় দালালদের মারফতে রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাদের চিহ্নিত করে রাজনীতির উর্ধে উঠে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, এই অনুপ্রবেশকারীদের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় বাঙালীরা কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আজ আমরা বাঙালির তরফ থেকে এমনটাই জানিয়েছে সভাপতি গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল।

এদিন গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন, রাজ্যের বর্তমান সময়ে পাশ্ববর্তী দেশে সরকার পরিবর্তনের ফলে কেউ প্রাণ বাঁচানোর জন্য আবার কেউ কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের কিছু দালালদের মারফতে রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে আবার কেউ কেউ ঢুকে পড়ছে। এর ফলে রাজ্যের সাধারণ জনগণের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বাঙালী দল মনে করে যে সকল এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটছে সেই সকল এলাকা গুলো চিহ্নিত করে সেই সকল এলাকা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নজরে এনে নজরদারি জোরদার করা উচিত।

তাছাড়া ভৌগলিক কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি যে সকল এলাকা সেই সকল এলাকায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ বাহিনীর নজরদারির ব্যবস্থা মজবুত করতে হবে। আমরা বাঙালী দল মনে করে এই বেআইনী অনুপ্রবেশের ফলে রাজ্য সরকারের যেমন খরচ বাড়ছে তেমনি প্রশাসনের লোকেরা এই বেআইনী অনুপ্রবেশের দিকে নজর দেওয়া আইনী ব্যবস্থা দেখাশোনা করতে গিয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না ঠিক করে। যার ফলে রাজ্যে বাড়ছে নেশার কারবার। যার দরুন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান দিয়ে মাদকদ্রব্য ঢুকছে। এর প্রভাব স্থানীয় যুব সমাজের মধ্যে পড়ছে।

তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরা নেশার স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের ভূয়া কাগজ পত্র বের করে দিচ্ছে যে সকল দালালরা তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় যে সকল দালালদের মারফতে রাজ্যে প্রবেশ করছে বেআইনীভাবে প্রবেশের সুযোগ করে দেয় তাদের চিহ্নিত করে রাজনীতির উর্ধে উঠে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এই বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দরুন রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আবার এই অনুপ্রবেশকারীদের দরুন বহিঃ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে বাঙালীরা কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

কদমতলা কৃষি দপ্তরের কর্মী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ, পরিবারের উৎকণ্ঠা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর: উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লক সংলগ্ন কৃষি দপ্তরে কর্মরত এক মহিলা কর্মীর হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ ওই কর্মীর নাম আছমা খাতুন (৪৯), বাড়ি চুরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। তিনি মৃত আব্দুল ছবুরের কন্যা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর সকালে আছমা খাতুন কর্মস্থল কদমতলা কৃষি অফিসের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে আর বাড়ি ফেরেননি। প্রথমে পরিবার ভেবেছিল তিনি নিজেই ফিরে আসবেন, কারণ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। কিন্তু দিন গড়াতেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতদের কাছে খবর নেওয়া হলেও তাঁর কোন হদিস মেলেনি।

জানা গেছে, আছমা খাতুনের স্বামী নেই। বাড়িতে রয়েছে মাত্র নয় বছরের এক কন্যা সন্তান, যে বর্তমানে মামার বাড়িতে থাকছে। নিখোঁজ মহিলার একমাত্র আপন ভাই নুরুল হক বর্তমানে কাজের সন্ধানে বেঙ্গালুরুতে থাকেন। বোনের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিলেও কোনো তথ্য মেলেনি। পরিজনদের দাবি, প্রায় কুড়ি বছর ধরে আছমা খাতুন কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন হলেও তিনি কখনও এভাবে হারিয়ে যাননি। তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিলগরম-শীত সবসময় শরীরে চাদর জড়িয়ে থাকতেন। প্রতি মাসের ২ তারিখে সরকারি বেতন পাওয়ার পর ৫ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বের হন তিনি, তারপর থেকে নিখোঁজ। এ কারণে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, তাঁর মামার বাড়ি শ্রীভূমি জেলার নিলাম বাজারে হলেও সেখানেও কোন খোঁজ মেলেনি। প্রায় কুড়ি দিন অতিক্রান্ত হলেও পরিবারের উৎকণ্ঠা আরও বাড়ছে। ছোট ভাই নুরুল হক সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছেনযদি কেউ আছমা খাতুনকে কোথাও জীবিত বা মৃত অবস্থায় দেখতে পান তবে ৯৬১২৪৪৪১৮৪ বা ৮৪১৪৯৬৫৪৭১ নম্বরে অথবা নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করার জন্য।

বুধবার আগরতলায় একটি পাঁচতারা হোটেলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে রাজ্যের নানাহ সমস্যা ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়ে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

পুর নিগমের অনুষ্ঠানে অসুস্থ সাফাইকর্মী

অমানবিক ব্যবস্থাপনার অভিযোগ

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আজ আগরতলা পুর নিগমের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু সাফাই কর্মী। অভিযোগ, সকাল থেকে কর্মীদের অনুষ্ঠানে বসিয়ে রাখা হয়, কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁদের জন্য কোনও খাবার বা পানীয় জলও সরবরাহ করা হয়নি। এই অমানবিক পরিস্থিতিতে দুই মহিলা সাফাই কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন, বলে জানান সহকর্মীরা।

এক সাফাই কর্মীর মতে, অসুস্থ হওয়ার পর প্রথমে কারও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। অবশেষে টাস্ক ফোর্সের কয়েকজন কর্মী দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেনতাও অ্যাম্বুলেন্সে নয়, একটি অটোতে করে। তাতেই চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপস্থিত কর্মীরা ও তাঁদের সহকর্মীরা।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সকালে অনুষ্ঠানস্থলে ডাকা হয়। দুপুর গড়িয়ে গেলেও খাবার তো দূরের কথা, পানীয় জলও দেওয়া হয়নি। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে অনেকেই শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, শুধুই দেখানোর জন্য সেখানে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন কর্মীরা।

স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দূর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বুধবার দুপুরবেলা কৈলাসহর সিনেমা হল পাড়া এলাকায় গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন ৭১ জন গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থা শুধু বস্ত্র বিতরণ নয় , সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে থেকে সাহায্য করতেও দেখা যায়।

আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, প্রেসক্লাবের বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রলয়েন্দু চৌধুরী, সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্যী, স্থানীয় সাংবাদিক কবির হোসেন, মাধব পাল, সাংবাদিক নারায়ণ সাহা, কার্য্যকরী কমিটির সদস্য মোঃ আজির মিয়া সহ অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। স্বপ্নচূড়া সামাজিক সংস্থার এই ধরনের উদ্যোগ দেখে খুবই খুশি এলাকার মানুষ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas